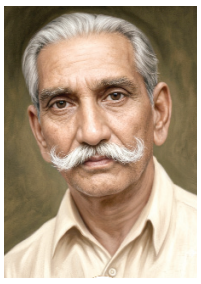

ফুটবল জাদুকর
আবদুস সামাদ

৫ ❖ পৃষ্ঠা

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ
প্রকাশিত হয়
প্রতি মাসের
১৪ তারিখ

sompriti.pabna@gmail.com

sompriti.pabna

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ৯ ● ৩০ শ্রাবণ ১৪৩৩ ● ঢাকা শুক্রবার ● ১৪ আগস্ট ২০২৬ ● ৩০ সফর ১৪৪৮ হিজরি ● পৃষ্ঠা ৮ ● ১০ টাকা

স্থানীয় সরকার নির্বাচনের তফসিল শীঘ্রই

প্রার্থী বাছাই গ্রামগঞ্জে

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দেশবাসী আরেক দফা ভোটের লড়াইয়ে নামতে যাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি অনুযায়ী, আগামী অক্টোবর থেকে পর্যায়ক্রমে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়েছে। এ বিষয়ে চলতি মাসের শেষ দিকে অথবা আগামী মাসের প্রথমার্ধের মধ্যে তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, প্রথম ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এনিয়ে গ্রামগঞ্জে এরইমধ্যে নির্বাচনী তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। চলছে প্রার্থী বাছাইয়ের তৎপরতাও।

প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো সম্ভাব্য প্রার্থী বাছাই ও প্রস্তুতি শুরু করেছে। দলীয় ও স্বাধীন প্রার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় গণসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন। তারা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সমর্থন চাচ্ছেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, প্রথম ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা এবং পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে সিটি করপোরেশনসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার স্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এই নির্বাচনকে বিভিন্ন রাজনৈতিক নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি ও মাঠের অবস্থা যাচাইয়ের বড় সুযোগ হিসেবে দেখছে।

ভোটের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ সাংবাদিকদের বলেন, সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজন করা হবে। পর্যায়ক্রমে সব স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রায় এক বছর সময় লেগে যেতে পারে। তিনি জানান, কোন স্তরের নির্বাচন আগে হবে, সে বিষয়ে কমিশনের আনুষ্ঠানিক কোন সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। তবে বাস্তবতা ও প্রশাসনিক

এরপর পৃষ্ঠা ২কলাম ১

বৃষ্টি হলেই বসতঘরে নর্দমার মল

আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু

বেশি বৃষ্টি হলে দেশের অনেক জনপদই পানিতে তলিয়ে যায়, কিন্তু পাবনার প্রথম শ্রেণীর পৌরবাসীর বাড়িঘর, দোকানপাট, রাস্তাঘাট সবখানে ছয়লাব হয়ে যায় পানির বদলে নর্দমার কালো কুৎসিত, ভয়ঙ্কর নোংরা ও দুর্গন্ধময় পদার্থে। বেশি বৃষ্টি হলে গোটা পৌর এলাকা দিনের পর দিন তলিয়ে থাকে বিষাক্ত তরল পদার্থে। কারণ, পৌর এলাকার কোথাও ড্রেনেজ ব্যবস্থা চালু নেই। ময়লা পরিস্কার বা কখনও কোন সংস্কার কাজ না করায় জনপদের সমস্ত নোংরা অবর্জনা এবং মল-মূত্র জমতে জমতে নর্দমা বোঝাই হয়ে সেগুলো উপচে পড়তে থাকে। বৃষ্টি হওয়া মাত্রই এ ময়লা বিস্তৃত হয় জনপদ জুড়ে। প্রাচীন পাবনার বয়স প্রায় ১৯৮ বছর। আর পাবনা পৌরসভার বয়স দেড়শ বছর। প্রথম শ্রেণীর পৌরসভার

> ◆ প্রথম শ্রেণীর পৌরবাসীর সেরা দুর্ভোগ!

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ

২০ আগস্ট নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

গুরুতর অসুস্থতাজনিত কারণে রাষ্ট্রপতি পাবনার কৃতি সন্তান মো. সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করার পর আগামী ২০ আগস্ট নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ৬ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এই তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

ইসি জানায়, তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই হবে ১৬ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে (ইসি ভবনে)। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৮ আগস্ট। ভোটগ্রহণ হবে ২০ আগস্ট দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত (জাতীয় সংসদের অধিবেশন কক্ষে)। এর আগে গত ২৪ জুলাই দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন স্পিকার হাফিজউদ্দিন

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

২৪ জুলাই স্পিকার হাফিজউদ্দিন আহমেদ রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন

রূপপুরের বিদ্যুৎ পাওয়া পেছালো

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

চলতি আগস্টে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা থাকলেও, তা পিছিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, নিরাপত্তার পুরো বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বায়রা) থেকে যথাযথ অনুমতি পেলেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

প্রকৃতির সৌন্দর্যে মাধুরী জাগানো শরৎকাল

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

আর একদিন পরই ভাদ্র মাস, তথা শরৎ ঋতুর শুরু। বর্ষার পর এই শরৎ ঋতু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাধুরী। এ সময় প্রকৃতি থাকবে স্নিগ্ধ ও মনোরম। ফুলের সৌরভ আর সবুজ প্রাণে হিল্লোলিত হবে বন ও

এরপর পৃষ্ঠা ২কলাম ৩

নিশ্চিত হয়নি ঢাকা-পাবনা সরাসরি ট্রেন চলাচল

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

জটিল আঞ্চলিক দাবি এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু কারণে অনিশ্চিৎ হয়ে পড়েছে পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচলের বিষয়টি। চলতি মাসেই এ সার্ভিস চালু হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত আর কোনো দিনক্ষণের তথ্য মিলছে না। যদিও মন্ত্রী, সচিব, রাষ্ট্রপতি সবার মুখেই আশ্বাস ছিল চালু হবে ঢাকা-পাবনা সরাসরি ট্রেন সার্ভিস।

সর্বশেষ গত ২০ জুন পাবনা সার্কিট হাউসে এক মতবিনিময় সভায় সড়ক পরিবহন ও সেতু, নৌপরিবহন এবং রেলমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম চলতি আগস্টে ঢাকা-পাবনা সরাসরি ট্রেন চালুর ঘোষণা দেন। তখন আবারও আশাবাদী হয়ে ওঠেন পাবনাবাসী। তবে আগস্টের অর্ধেক চলে গেলেও এ নিয়ে আর কোন খবর মিলছে না। এদিকে রাজশাহীর পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে এবং পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নতুন ট্রেন চালুর বিষয়ে এখনও তাদের কাছে কোনো নির্দেশনা পৌঁছেনি। অবশ্য বাংলাদেশ রেলওয়ের (রেলভবন) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম বলেন, ঢাকা-পাবনা রুটে নতুন ট্রেন চালুর বিষয়ে কাজ চলছে। একটি নতুন ট্রেন চালু করতে ইঞ্জিন, কোচ, জনবল, সময়সূচিসহ বিভিন্ন বিষয় নিশ্চিত করতে হয়। এসব নিয়েই কাজ করছে রেল কর্তৃপক্ষ।

পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের পরিবহন কর্মকর্তা মোশারফ হোসেন বলেন, ‘পাবনা-ঢাকা রুটে ট্রেন চালুর বিষয়ে এখনও কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত এ বিষয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ২কলাম ১

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস এমপি

প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরিয়েন্টশন

মেধা ও পরিশ্রমের সমন্বয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে

শিমুল বিশ্বাস এমপি

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পটভূমিতে শিক্ষার্থীদেরকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। পৃথিবীকে নিজের মতো করে সাঁজাতে হবে। সে জন্য মেধা ও পরিশ্রমের সমন্বয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।

তিনি গত ২৬ জুলাই পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথমবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টশন প্রোগামে একথা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পাঁচ অনুষদের পাঁচ শিক্ষার্থীকে ফুল এবং একটি ইনডোর প্ল্যান্ট দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। স্মারক দিয়ে সম্মানিত অতিথি এবং নবীণদের বরণ করে নেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীমের সভাপতিত্বে মূল অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস বলেন, নিজের দক্ষতা দিয়ে পরিবার, দেশ ও সমাজের জন্য অবদান রাখতে হবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সবসময় পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের আরেক সম্মানিত অতিথি পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব বলেন, শিক্ষা দীক্ষায় রাজনৈতিকভাবে যতই বড় হই না কেন, মানবিকতাকে বড় করে দেখতে হবে। মানবসেবা, দেশপ্রেম নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। অনুষ্ঠানে সংরক্ষিত মহিলা আসন-৯ এর সংসদ সদস্য হেলেন জেরিন খান, সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩০ এর সংসদ সদস্য আরিফা সুলতানা, নওগাঁ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হাছানাত আলী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক তাহমিনা আখতার, ওরিয়েন্টশন স্পিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশীদসহ অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাবনা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. শামীম আহসান, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলিজ অনুষদের ডিন ড. অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. শামিম রেজা, বিজনেজ স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হাসিবুর রহমান ও জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল ইসলাম।

ফুল দিয়ে শিক্ষার্থীদের বরণ

মাছরাঙা টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

বৃক্ষ রোপন, শুভেচ্ছা বিনিময় ও কেককাটার মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়েছে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় চ্যানেল মাছরাঙা টেলিভিশনের ১৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।

এ উপলক্ষে গত ৩০ জুলাই সকালে পাবনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্কয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা দেশ বরেন্য শিল্পপতি ও মাছরাঙা টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত স্যামসন এইচ চৌধুরী ও স্কয়ার মাতা অনিতা চৌধুরীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। পরে স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের পাবনা প্লান্টের পরিচালক আবদুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন পাবনা সদর আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। আরও বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল ইসলাম বিশু, পৌর প্রশাসক খায়রুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শফিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি অধ্যক্ষ শিবজিত নাগ, বর্তমান সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি এবিএম ফজলুর রহমান, বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুল্লাহ, স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেডের হেড অব ফ্যাক্টরি আবু মুসা মো. মনিরুল হাসান, স্কয়ার ফার্মার মহাব্যবস্থাপক মো. খায়রুল আলম, স্কয়ার স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ খতিব শাহনাজ সুলতানা, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক মো. জাকির হোসেন, প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ সভাপতি ছিফাত রহমান সনম ও সহ সভাপতি এস এম আলাউদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য দেন মাছরাঙা টেলিভিশনের উত্তরাঞ্চলীয় ব্যুরো প্রধান ও বিশেষ প্রতিনিধি উৎপল মির্জা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পাবনা প্রেসক্লাবের সাহিত্য সম্পাদক ইয়াদ আলী মৃধা পাভেল। পরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কেটে দিনটি উদযাপন করা হয়। এছাড়াও আগেরদিন সকালে স্কয়ার কিন্ডারগার্টেন স্কুল এন্ড কলেজ ক্যাম্পাসে প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে বৃক্ষরোপন করা হয়।

বৃষ্টি হলেই বসতঘরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : মর্যাদা লাভ করার বয়সও প্রায় ৩৫ বছর। ওয়াকেবহাল সূত্র জানায়, ঐতিহ্য গৌরব এবং সেবা কর্মের সুবাদেই প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা মিলেছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই মর্যাদা বিলীন হয়ে গেছে। এর প্রধান কারণ, পৌরসভা পরিচালনায় কোন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নেই। গত 'অন্তবর্তী সরকারের' সময় থেকে এভাবেই চলছে পৌরসভা। ফলশ্রুতিতে সরকারি বরাদ্দ প্রাপ্তি এবং পৌরবাসী খাজনা-ট্যাক্সসহ বিভিন্নখাতে ফি দিলেও কোন উন্নয়ন কাজ হয়নি। এ অবস্থায় বর্ষা মৌসুম আসতেই নজিরবিহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে পৌরবাসীকে।

অভিযোগ অনুযায়ী, পাবনা পৌর এলাকার সমস্ত নর্দমা বা পয়নিস্কাষণের ড্রেনগুলো ময়লায় বোঝাই হয়ে আছে। এই নর্দমা দিয়ে পানি প্রবাহ নেই। ফলে বৃষ্টি হলেই পৌরবাসী ভোগ করেন ভয়াবহ দুর্ভোগ। কোন কাজ বা সংস্কার না হওয়ায় রাস্তাঘাতগুলোও বিদ্ধস্ত। এরসঙ্গে দেখভাল না থাকায় শহরের ময়লা ফেলার জায়গাও হয়েছে এইসব সড়কের আশপাশ।

এসব বিষয়ে শহরের কালাচাঁদপাড়া এলাকার তেলের মিল ব্যবসায়ী আমিরুল ইসলাম জানান, সামান্য বৃষ্টি হলেই তার মিলের প্রায় সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তা যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, কালাচাঁদপাড়া থেকে বড় বাজার, আর কালাচাঁদপাড়া থেকে টার্মিনাল এলাকার পুরো সড়ক জুড়েই খানাখন্দ। রাস্তার পাশের ড্রেনগুলো অকার্যকর। বৃষ্টি হলেই পুরো এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে, ড্রেনের দুষিত পানি ঢুকে পড়ে আবাসিক এলাকায়। অবস্থা এমন হয় যে, সড়ক দিয়ে যানবাহনতো দূরের কথা পায়ে হেঁটে চলারও কোন উপায় থাকে না।

পাবনা বড় বাজারের ব্যবসায়ী ময়েজ উদ্দিন বলেন, চলাচলে দুর্ভোগের কারণে বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্য অর্ধেকে নেমে এসেছে। হাসপাতাল সড়কের বাসিন্দা আলমগির হোসেন বলেন, হাসপাতাল সড়ক দিয়ে প্রতিদিন রোগী ও স্বজনদের যাতায়াত করতে হলে নজিরবিহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

রিকশাচালক কামাল হোসেন বলেন, পাবনা শহরের প্রায় প্রতিটি এলাকার রাস্তা বর্ষায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই ভাঙ্গাচোরা এসব সড়কে ব্যাপক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, ফলে যানবাহন নিয়ে চলাচল করা যায় না। আতাইকুলা রোড এলাকার বাসিন্দা আঁখিনুর ইসলাম বলেন, আমাদের রাস্তাটি কয়েক বছর আগে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন সংস্কার কাজ চললেও রাস্তার মূল পয়েন্টগুলোতে কাজ আটকে আছে। যানবাহন তো দূরের কথা এ সড়কে পায়ে হেঁটে চলাচলও দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) পাবনা ইউনিটের সভাপতি এ বি এম ফজলুর রহমান বলেন, অধিকাংশ রাস্তারই বেহাল দশা। বৃষ্টি হলে ঘর থেকে বের হওয়াই দায়, আর বাইরে বের হলে রিকশা ভাড়া দ্বিগুণ বা তিনগুণ দিতে হয়। তিনি বলেন, পাবনা একটি প্রথম শ্রেণীর' (ক্লাস-১) পৌরসভা হওয়া সত্ত্বেও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ন্যূনতম মানেরও নয়, যা নাগরিকদের সময় ও অর্থ দুটোরই অপচয় ঘটাচ্ছে। এছাড়া আরও অনেকেই বলেছেন, পাবনা শহরের যে কোন উন্নয়ন কাজ শুরু করার আগে সর্বপ্রথমে ড্রেনেজ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন প্রয়োজন। না হলে কোন উন্নয়নই সুফল বয়ে আনবে না।

অভিযোগ সম্পর্কে পাবনা পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মো. ওবায়দুল হক বর্ষায় জনগণের দুর্ভোগের কথা স্বীকার করে বলেন, পৌরসভা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, পুরো পৌরসভার রাস্তাঘাট সংস্কার করতে কমপক্ষে ৩০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রয়োজন, যা এই মুহূর্তে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তাগুলোতে সংস্কার কাজ করা হচ্ছে।

নিশ্চিত হয়নি ঢাকা-পাবনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর : কিছু বলার সুযোগ নেই।' পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের ডেপুটি চিফ অপারেটিং সুপারিনটেনডেন্ট গৌতম কুমার কুন্ডু বলেন, 'এ বিষয়ে রেলভবন থেকে এখনও কোনো নির্দেশনা আসেনি। ট্রেন চালুর বিষয়ে রেলভবনই বিস্তারিত জানাতে পারে।'

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০২৫ সালের ৩ অক্টোবর রেল মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহিমুল ইসলাম এবং তৎকালীন সড়ক ও জনপথ বিভাগের সচিব এহছানুল হক ঢাকা-পাবনা রুটে ট্রেন চালুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে পাবনা সফর করেন। তখনও দ্রুত ট্রেন চালুর আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। ২০২৩ সালের ১৬ মে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ মাঠে নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিন-তারিখ দিয়ে ঢাকা-পাবনা সরাসরি ট্রেন চালুর ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং রেলওয়ের ইঞ্জিন ও কোচ সংকটের কারণে সেই ঘোষণাও বাস্তবায়িত হয়নি। আরও উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় ১ হাজার ৭১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ঈশ্বরদী-পাবনা-ঢালারচর রেলপথে এখনও ঢাকা থেকে সরাসরি কোনো আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল শুরু হয়নি।

প্রার্থী বাছাই গ্রামগঞ্জে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : প্রয়োজন বিবেচনায় প্রথমে ইউপি এবং পৌরসভা নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। উপজেলা পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচনের গুরুত্ব রয়েছে। তাই এ দুটি নির্বাচন আগে সম্পন্ন করে পরবর্তী সময়ে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, গত ৩১ জুলাই পর্যন্ত হওয়া নিবন্ধিত ভোটারদের নিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হবে। কমিশন থেকে এরকম নির্দেশনাই দেওয়া আছে। তবে কোন নির্বাচন আগে হবে- তার দিক নির্দেশনা এখনও আসেনি। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, স্থানীয় সরকার নির্বাচন উপলক্ষ্যে আইন, বিধিমালা ও আচরণবিধি সংশোধনের কাজ প্রায় শেষ। আচরণবিধির খসড়া কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করা হয়েছে। প্রাপ্ত মতামত যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করা হবে। এবার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীদের জামানতের পরিমাণ বাড়ানো হবে। অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ থাকছে না। নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার করা হবে না। পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থাও থাকছে না। এছাড়া জাতীয় নির্বাচনের মতো পোস্টার ব্যবহারও থাকবে না। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য প্রায় সাড়ে ৪ হাজারের বেশি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। ইসি সূত্র জানিয়েছে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এমপিওভুক্ত শিক্ষক, দ্বৈত নাগরিক, ঋণখেলাপি এবং খেলাপি ঋণের জামিনদাররা প্রার্থী হতে পারবেন না। এ ছাড়া বাকি সব প্রার্থীরা আগের নিয়মে অংশ নিতে পারবে। নির্বাচন কমিশন এখন আগামী অক্টোবর থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো চূড়ান্ত করছে।

প্রকৃতির সৌন্দর্যে মাধুরী

প্রথম পৃষ্ঠার পর : প্রকৃতি। সঙ্গে মানুষের প্রাণে বইবে অন্যরকম আনন্দ। কণ্ঠে থাকবে গান, মাথার ওপর নীল আকাশ ও পেঁজা তুলোরর মত সাদা মেঘ, নিচে শিশির সিক্ত দূর্বা ঘাস, রোদ ও বৃষ্টির লুকোচুরি, নদীর বুকে পাল তোলা নৌকোর মিছিল, মাঝিদের মন মাতানো ভাটিয়ালি গান- সব মিলিয়ে অপরূপ মোহময় পরিবেশের ঋতু এই শরৎ। শরৎকাল (ভাদ্র ও আশ্বিন মাস) ফুলের ঋতু। শরতের প্রধান ও সবচেয়ে পরিচিত ফুল কাশ; আরও রয়েছে শিউলি, পদ্ম, শাপলা, বেলি, কামিনী, জবা এবং দোলনচাঁপা। এ সময় স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় প্রকৃতি নানা রঙে ও সুবাসে সেজে ওঠে। শরৎকালকে বলা হয় উৎসবের ঋতু। ষড়ঋতুর চক্রে শরৎকাল আশীর্বাদস্বরূপ। এর শান্ত-স্নিগ্ধ রূপ যেমন মানুষকে মুগ্ধ করে, তেমনি উৎসবমুখর পরিবেশ সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। শরৎকাল আমাদের সারা বছরের দুঃখ, বেদনা তথা ক্লান্তির গ্লানি কমিয়ে দেয়। হৃদয়ের অত্যন্ত কাছের এই ঋতু নিয়ে তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া/ দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া/ কোন্ সাগরের পার হতে আনে কোন্ সুদূরের ধন/ ভেসে যেতে চায় মন/ ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়/ সব চাওয়া সব পাওয়া।/ পিছনে ঝরিছে ঝরো ঝরো জল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে/ মুখে এস পড়ে অরুণকিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।/ ওগো কান্ডারী, কে গো তুমি, কার হাসিকান্নার ধন/ ভেবে মরে মোর মন/ কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র, কী মন্ত্র হবে গাওয়া।'

রূপপুরের বিদ্যুৎ পাওয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর : প্রকল্পটি 'চেইন রিয়েকশনের' দিকে ধাবিত হবে।

সূত্র জানিয়েছে, পারমাণবিক জ্বালানি (ইউরেনিয়াম) লোডিং ও আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর কেন্দ্রটি এখন 'ক্রিটিক্যালিটি' (স্বয়ংসম্পূর্ণ পারমাণবিক শৃঙ্খল বিক্রিয়া) পর্যায়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এজন্য বায়রার অনুমোদনের অপেক্ষা করা হচ্ছে। নিরাপত্তার পুরো বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর বায়রা থেকে যথাযথ অনুমতি পেতে হবে। এরইপরই দেশের প্রথম এ পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি চেইন রিয়েকশনের দিকে ধাবিত হবে। তবে চেইন রিয়েকশন শুরু হলেও প্রথমেই বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে- এমন নয়। এখানেও বেশ কয়েকটি ধাপের মধ্যে দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষার মধ্যদিয়ে যেতে হবে। ফলে নির্দিষ্ট পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে তা জাতীয় গ্রিডে পাওয়ার জন্য আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হতে পারে।

এদিকে গত ২৪ জুলাই বিকেলে বায়রা-এর উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল রূপপুর প্রকল্প পরির্দন করতে আসে। বিদ্যুৎ প্রকল্পের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার পর বিদ্যুতকেন্দ্রটি 'ক্রিটিক্যালিটি' পর্যায়ে প্রবেশ করবে। 'ক্রিটিক্যালিটি' হলো পারমাণবিক চুল্লির স্বাভাবিক কার্যক্ষমতার এমন একটি অবস্থা, যেখানে নিউক্লিয়ার ফুয়েল নিজের ভেতরের ফিশন শৃঙ্খল বিক্রিয়াকে (ফিশন চেইন রিঅ্যাকশন) স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে টিকিয়ে রাখতে পারে। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) নিয়ম অনুযায়ী, প্রথমবার চুল্লিকে সংকটাবস্থা বা 'ক্রিটিক্যাল' করার তারিখটি পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র কমিশনিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

এ বিষয়ে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের (এনপিসিবিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. জাহেদুল হাসান বলেন, 'জ্বালানি লোডিং সম্পন্ন করার পর বেশ কিছু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। আমরা সফলভাবে সব প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সম্পন্ন করেছি। এখন আমরা পরবর্তী ধাপে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।'

নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরিদর্শনের বিষয়ে ড. জাহেদুল হাসান বলেন, পরমানু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি দল পরিদর্শন শেষে সন্তোষজনক রিপোর্ট ও চূড়ান্ত ক্লিয়ারেন্স দেয়ার পরেই আমরা ক্রিটিক্যালিটি পর্যায় শুরু করতে পারবো। অনুমোদন পাওয়ার আগে এর সুনির্দিষ্ট তারিখ ও সময় ঘোষণা করা সম্ভব নয়।

প্রিয় স্বজন

'সম্প্রীতি'তে আমরা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চাই। এ জন্য সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণকে আমরা খুবই মূল্যবান বলে মনে করি। সম্প্রীতি হয়ে উঠুক আপনার মুখপত্র, সম্প্রীতি গড়ে তোলায় অপরিহার্য আপনার ভূমিকাও, 'সম্প্রীতি'র সঙ্গে থাকুন- এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা–
সম্প্রীতি সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষে-

অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ পর্ষদ

অধ্যাপক আবু রইস, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক আতাহার আলী, সাকিব লোহানী, জাহিদ হায়দার, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, মোসতাফা সতেজ, আমিরুল ইসলাম রাঙা, আখতারুজ্জামান আখতার, মতিনুল হাসান মতিন, হা-মীম আবদুস সবুর, আঁখিনূর ইসলাম রেমন, কামাল সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ, ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, ডা. ফারহানা নীলা, অধ্যাপক মালা মাহবুব, ড. আফরোজা পারভীন, ডা. নূর উজ জামান খোকন, অ্যাডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, বৃত্তা রায় দীপা, মধুমিতা মৈত্র, নাজিম উদ্দিন সরদার খোকা, অঞ্জন রায়, খোন্দকার আবদুল বাতেন আলোক।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্পাদনা পর্ষদ
আবুল হোসেন খোকন
শ্যামল দত্ত
শুচি সৈয়দ

ফটো সম্পাদক
এস এম গোর্কি

শিল্প নির্দেশক
শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মাসুদ রানা
নাজমুস সায়াদ
খালেদ জাবেদ

প্রকাশনা সহযোগী
রনজু হোসেন

সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

ই-মেইল
sompriti.pabna@gmail.com
ওয়েবসাইট
https://sites.google.com/view/sompriti
ব্লগ
https://sompritibangladesh.blogspot.com
ইউটিউব
https://www.youtube.com/@sompritibd

e-mail : sompriti.pabna@gmail.com
facebook : sompriti.pabna

জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

কিংবদন্তি ক্রিড়াবিদ সোহরাব আলী

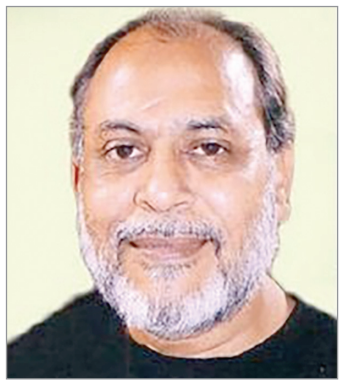

মোসতাফা সতেজ

যিনি ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড ব্রাবোন কর্তৃক ১৯৪৫ সালে বাংলার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে দৌড় প্রতিযোগিতায় ৪টি ইভেন্টে ব্যক্তিগতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে চমক সঞ্চার করেন, তিনি সোহরাব আলী শেখ। অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন (বেঙ্গল) আয়োজিত পশ্চিম বাংলার জলপাইগুড়ি জেলায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ সালের জুনে পাবনা পৌর এলাকার সাধুপাড়া মহল্লায় তিনি ভূমিষ্ঠ হন। জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

তাঁর কৃতিত্বকে সংবর্ধিত করার প্রবণতাও বেড়েছিল। ১৯৯২ সালের মে মাসে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'পাবনায় নতুন প্রজন্মের ছেলেরা খেলার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। রাজনীতিতে কিশোরদের অনুপ্রবেশ। অপরদিকে খেলাধুলার সরঞ্জামাদির অতিরিক্ত দাম বাড়ায় নতুন করে ক্লাবও গড়ে উঠছে না। দ্বিতীয়ত: যারা উৎসাহ দেবেন তারাই ডুবিয়ে দিচ্ছেন। মূলত এর জন্য দায়ী ডি এস। তখনকার আমলে পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব ছিল। স্বাধীনতার পরেও প্রতিটি পাড়া মহল্লায় নতুন নতুন ক্লাব হলো। সে সময় স্কুলের ছেলে-মেয়েরাও খেলাতে মনোনিবেশ করেছিল। কিন্তু এখন অনুশীলনের অভাবে পাবনা পিছিয়ে যাচ্ছে। ওয়াজি উদ্দিন খান এবং নাসির উদ্দিন ডিস্ট্রিক স্পোর্টসকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। নইলে এ জেলার খেলার জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত'।

তাঁর কথার রেশ ধরে বলা যায়, যোগ্য সংগঠকের অভাবে ফুটবল খেলার মান বাড়ছে না। চলছে গতানুগতিক ধারা। এই প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদের এ্যাথলেটিক জীবন কঠোর দীর্ঘ পরিশ্রমের। শরীরটাকে শেষ ক্ষমতা পর্যন্ত নিংড়ে দেওয়ার ফসল যৎসামান্য ঘরে তুলতে পেরেছেন। শৈশব থেকেই লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। গোপালচন্দ্র ইন্সটিটিউশন (জিসিআই) থেকে স্কুল ফাইনাল পাস করেও কলেজে ভর্তি হননি। একজন প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় হবার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে স্পোর্টস চর্চায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি বরাবরই স্বত:স্ফূর্ত প্রেরণায় চর্চা চালিয়ে গেছেন। ফুটবল, হকি-ভলিবল এবং সাঁতারেও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। গত শতাব্দীর চল্লিশ দশকে (১৯৩৯-১৯৪৮) জেলা শহরে বেশ কয়েকটি ফুটবল টিম গড়ে উঠেছিল। যেমন পাবনা স্পোটিং, মোহামেডান স্পোটিং, কলেজ টিম, কলেকটরেট টিম, পুলিশ টিম, আরপিবিসি প্রভৃতি। মোহামেডান স্পোর্টিং এ খেলতেন সোহরাব আলী। ১৯৪৩ সালে আবহমান বাংলার পরিবেশ হয়ে ওঠে বিপদ জনক। কলকাতায় জাপানিরা বোমা ফেলে। আতঙ্কে অনেক পরিবার ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকে। পাবনা শহরেও কয়েকটি পরিবার এসে ওঠে। দেখা দেয়া দুর্ভিক্ষ। খাদ্য ঘাটতি। খোলা হয় লঙ্গরখানা। অনাহারে মরতে থাকে মানুষ। এ অবস্থায় ক্রীড়াঙ্গন ঝিমিয়ে পড়ে। তার জীবন অসংখ্য ঘটনা নিয়ে আবর্তিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সময়ে তিনি ছিলেন বাংলার এ্যাথলেট সাম্রাজের সম্রাট। জলপাইগুড়িতে ১শ, ২শ, ৪শ এবং ৮শ মিটার দৌড়ে ব্যক্তিগতভাবে। তিনি চ্যাম্পিয়ন হন ১৯৪৫ সালে বাংলার শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদ হিসেবে ব্রিটিশ গর্ভনর লর্ড ব্রাবোন কর্তৃক অ্যাথলেটিক পুরস্কার লাভ করেন। এর পরে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত হন। পাবনার ডিএম তাকে মূল্যবান হাতঘড়ি উপহার দেন। কুষ্টিয়া জেলার ডিএসপি তাকে পুরস্কার হিসেবে নগদে ৫শ টাকা দেন। ১৯৪৫ সালে কলকাতার মোহমেডান স্পোটিং এর হয়ে খেলতে যান। মহানগরী কলকাতা থেকে ভৌগলিক বিচারে সুদূর পাবনার সোহরাব আলী ফুটবল জগতে সেখানেও সৌরভ ছড়াতে থাকেন। তখন চলছিল লীগ খেলা। তিনি লেফট হাফে খেলতেন। তার বাম পায়ের কিক ছিল অসাধারণ গতিসম্পন্ন। রোগা-পাতলা শরীর। কালচে রঙ। এই ফুটবলার বাতাসের সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে বল নিয়ে ছুটতেন। ট্যাকলিং, কিক, হেডিং, কভারিং কোন কিছুতেই তাঁর দুর্বলতা ছিল না। সর্বত্রই তাঁর শক্ত ঘাটি। তিনি রাফ না টাফ এ রকম তর্কে হয়তো সারাদিন কাটিয়ে দেয়া যায়। ডিফেন্ডারেরা তাকে সমীহ করতেন। হাফ লাইনের অ্যাটাকিং দক্ষতার চেয়ে ডিফেন্সিভ দক্ষতা তার অত্যন্ত মজবুত। এ সকল তথ্য তাঁর কাছ থেকেই জানা গেছে। একজন দৌড়বিদ হয়ে ফুটবলেও সুনাম অর্জন করেন।

ভালো খেলার স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কারের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। এতে খেলোয়াড়ের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। চেতনায় আরও ভালো খেলার প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। নিম্নবিত্ত পরিবারের এই ক্রীড়াবিদ আর্থিক স্বাচ্ছ্যেন্দের জন্যে রোজগারের পথ সন্ধান করতে থাকেন। যা পেশা ভিত্তিক খেলোয়াড়দের কাম্য হতে পারে না। তিনি কলকাতার ফুড ডিপার্টমেন্টে চাকরি নেন। দেশ ভাগের পর যোগদেন পাবনা কালেক্টরেটে। এ সময়ে তার বিয়ের পাগড়ি মাথায় ওঠে। দাম্পত্য জীবন শুরু। মাঠের ক্রীড়া ধারার অনুভব শক্তি এবং কৌশল থাকলেও জীবন প্রবাহে তিনি যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। তাই তাঁর অদম্য আকাঙ্ক্ষা বা জীবনের পর্দানশীন ইচ্ছাগুলি নির্জীব হতে থাকে। ছেড়ে দেন কালেক্টরেটের চাকরি। কিছুদিন পর যোগদেন ডিস্ট্রিক স্পোর্টসে। কালের নবতরঙ্গ বুঝে নিতে পারেন নি। মূল্যায়ন সেটুকু পেয়েছেন সেটুকু তিনি ভুলে যান নি। এখানেও তিনি স্থিতিশীল হতে পারেননি। বিভিন্ন কারণে ডি এস থেকে চাকরি ছাড়েন। মাত্রাতিরিক্ত আবেগের শিকার হয়ে হোঁচট খেতে থাকেন। ১৯৫২ সালে পাবনা জিন্নাহ পার্কে (পাবনা স্টেডিয়াম) বল খেলতে গিয়ে আকস্মিক ভাব তাঁর ডান পায়ের হাঁটুর গ্রন্থি ছুটে যায়। এর পরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। খেলোয়াড় জীবনের বাতি নিভে গেল একজন প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ আড়ালে চলে যেতে থাকেন। ক্রীড়াঙ্গন থেকে আকস্মিকভাবে ছিটকে পড়া সোহরাব আলী ঘাত-প্রতিঘাতে, সুখ-দু:খের টানাপোড়েনে হারিয়ে ফেলতে থাকেন স্পোর্টিং আনন্দ। সোহরাব আলী শেখ পিতার একমাত্র সন্তান। কোন দিন কোন কাজে নিরুৎসাহী হননি। খেলোয়াড় হবার স্বপ্নকে জিইয়ে রেখে সংসার পরিচালনা করতে থাকেন। অসুখ জীবনের আর্থিক সংকটময় পর্বে যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা সংকল্প সব ভেসে যায় হতাশায়।

কজন ক্রীড়ামোদি জানেন, যারা ক্রীড়া জগৎকে সজীব রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান তাঁরা অনেকেই বেঁচে থাকেন আধমরা ভাবে। তাদের সাংসারিক জীবনের খবর কেউ রাখেন না। স্পোর্টস মেডিসিনে চিকিৎসারত সোহরাব আলী শুরু করেন আরেক জীবন। যোগ দেন রেফারিতে। এর পর থেকেই রেফারি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

সোহরাব আলী

স্থানীয় খেলা থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে বেশ কয়েকটি খেলা পরিচালনাতেও অংশ নিয়ে ফুটবল রেফারি সার্টিফিকেট লাভ করেন। এরকম অর্থাভাব চলাকালে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে তিনি তৎকালীন ইপি আর টিসি (বর্তমানে বি আর টিসি) যাত্রী ভাড়া আদায়কারী হিসেবে যোগ দেন।

তাঁর প্রতিভা শুধু ক্রীড়া জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল না বিচরণ করেছে সাহিত্য জগতেও। ১৯৪৫ সালে রচনা করেন নাটক। পরিণাম মঞ্চস্থ করা হয় এবছরই বনমালী ইন্সটিটিউটে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যার্থে। এই নাটকে কলকাতার চিনু গোস্বামী ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সোহরাব আলী সিনেমা এবং নাট্যমঞ্চেও অনেকবার অভিনয় করেছেন। এপার-ওপার ২ বাংলার মঞ্চেও নাটক করেছেন। তাঁর অভিনয় দেখে সিনেমায় ডেকে নেন মহিউদ্দিন আহমেদ। গোধুলির প্রেম এবং রাহী ছবিতে অভিনয় করেন। ক্যারিয়ার তৈরির ব্যাপারে তিনি খুব একটা সচেতন ছিলেন না বলে মনে হয়। ১৯৮৫ সালে ৬০ বছর বয়সে পাবনা স্টেডিয়ামে ক্যারাবান ফুটবল খেলা উদ্বোধন করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন।

যিনি জীবনের সীমাহীন পরিশ্রমের প্রতিটি ঘাম বিন্দুকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন ক্রীড়াঙ্গণে তিনি অসহায় অবস্থায় রোগক্রান্ত হয়ে পড়ে ছিলেন শয্যায়। প্রতিযোগিতার দৌড়ে প্রথম হলেও জীবন সংগ্রামের দৌড়ে তিনি একেবারে পেছনে পড়ে যান। সঞ্চয় শুন্য তাই সেধিয়ে ছিলেন ঘরের কোণে। সেখানে থেকে অস্তাচলের ধারে বসে পূর্বাচলের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। প্রতিকূল পরিবেশে ক্রীড়া গরিমার দিনগুলির কথা ভেবেছেন ভাঙা চৌকিতে বসে। মশারি টানাবার যথার্থ লাঠিও ছিল না । কাঁচা মেঝে। দ্রুত পৌঢ়ত্ব পেরিয়ে পৌঁছে যান অকাল বার্ধ্যকে। ক্রীড়া সংস্থার দেয়া মাসিক ৫শ টাকা ভাতা পেয়েছেন। অনাদরে-অবহেলায় দীর্ঘদিন শ্বাসকষ্টে ভুগতে ভুগতে ১৯৯৭ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

পাবনায় অনুষ্ঠিত ৭ম জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬-এর ফাইনালে পাবনা সদর উপজেলাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ঈশ্বরদী উপজেলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত ১৭ জুলাই বিকেলে হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ণ শহীদ আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। গত ৩ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এ টুর্নামেন্টে জেলার ৯টি উপজেলা ও পাবনা পৌরসভার একটিসহ মোট ১০টি দল অংশগ্রহণ করে। খেলা শেষে অতিথিরা বিজয়ী ও রানারআপ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ট্রফি, মেডেল ও পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব, পাবনা-৪ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক আবু তালেব মন্ডল, মহিলা আসনের সংসদ সদস্য আরিফা সুলতানা রুমা, পাবনা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

ভ্রমণ

কুয়াশার আড়ালে মহারাজার সিংহাসন

মালা মাহবুব

উত্তর জনপদের শেষ স্টেশন পঞ্চগড় যাওয়ার উদ্দেশ্যে নভেম্বরের ৫ তারিখ রাত এগারোটা ত্রিশ- এর পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের একটা সিঙ্গেল কেবিন নিয়ে আমরা দুজন ঢাকার কমলাপুর থেকে যাত্রা শুরু করলাম। একটা কেবিনে দুইটা বার্থ। উপরের বার্থে আমার হাসব্যান্ড আর নিচের বার্থে আমি। এসি কেবিন, ছোট হলেও বেশ গোছানো। ট্রেন যথাসময়ে ছেড়ে দিলো আর আমরাও কম্বলের নিচে ঢুকে ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। ট্রেনের দুলুনিতে কখন যে ঘুমিয়ে গিয়েছি বুঝতে পারিনি। সারারাত ঘুম আর জাগরণের ভিতর দিয়ে কেটে গেছে। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙলো। আলো ফুটে উঠলো। একে একে পার হয়ে এলাম পার্বতীপুর, দিনাজপুর, পীরগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও রোড রেলওয়ে স্টেশন। তারপর পঞ্চগড়। সকাল দশটা, স্টেশনে ট্রেন ঢুকলো।

পঞ্চগড় আসার দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমত দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা আর দ্বিতীয়ত, তেতুলিয়া ও পঞ্চগড় দেখা। ছোট বেলায় মায়ের কাছে অনেক গল্প শুনেছি পাটগ্রাম বা লালমনিরহাট থেকে শীতকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। বাবা চাকরিসুত্রে উত্তরের অনেক জায়গায় থেকেছেন মা এবং ভাইবোনসহ। তবে আমার শৈশব যেহেতু এদিকে কাটেনি, শুধুই গল্প শুনেছি- সেজন্য এদিকের প্রতি একধরনের স্মৃতির খোঁজে আসার ইচ্ছা ছিল। বেশ কয়েক বছর ধরে শুনেছি। শীতের শুরুতে তেতুলিয়া থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। যদিও দার্জিলিং এবং নেপাল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় দেখেছি, কিন্তু দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড় দেখার অনুভূতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। তো সেই উদ্দেশ্যে চলে এলাম পঞ্চগড়। যদিও অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, তারপর কুয়াশা বেশি হয়ে গেলে আর দেখা যায় না। সাধারণত আকাশ পরিস্কার থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন দেন। নইলে বিফল মনোরথ।

আমরা সকাল দশটায় নামলাম স্টেশনে। রিকশায় করে বাস স্টপেজে যাব। কিন্তু এখানে কোন রিকশর দেখা মিললো না, সবই ব্যাটারি চালিত অটো রিকশা। যা সরাসরি তেতুলিয়া যায়। বাস না নিয়ে একটা অটো রিজার্ভ করে যাত্রা শুরু করলাম তেতুলিয়ার দিকে। পঞ্চগড় শহর ছেড়ে এগিয়ে চললাম মাত্র ৪০ কিলোমিটার পথ পারি দিতে হবে। হালকা শীতের আমেজ। এখনো ভালো করে সকাল হয়নি। নিরিবিলি শান্ত পথ চলা। মাত্র একঘণ্টা লাগবে তেতুলিয়া পৌঁছাতে। এপথে যেতে যেতে দেখতে পেলাম পঞ্চগড় নামের সৃষ্টি হয়েছে যে পাঁচটি গড়ের নাম অনুসারে তারই রেপ্টিকা। এখানে বলে রাখি, পঞ্চগড় নামের উৎপত্তি দুই ধরনের মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথমত পঞ্চনগরী থেকে পঞ্চগড়। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী পঞ্চ অর্থাৎ পাঁচ আর গড় অর্থাৎ দুর্গ এই দুই শব্দের সমন্বয়ে পঞ্চগড় জেলার নাম হয়েছে।পাঁচটি গড় হল ভিতর গড়, হোসাইন গড়, মীরগড়, রাজনগড় ও দেবনগড়। তেতুলিয়ার কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়লো সবুজ প্রপাতের মতো চা বাগান। সমতলে এমন সবুজ চাদরে মোড়া চা গাছ কখনো দেখিনি।

অটো চালক এক জায়গায় এসে অটো থামিয়ে দিলো। রাস্তার ধারে চা বাগান। কিছুটা দূরেই সীমানা পিলার। এপারে বাংলাদেশ আর ওপারে ভারত। চা বাগানে কাজ করছে শ্রমিক ভারতীয় অংশে। এখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আবার শুরু হলো পথ চলা। এগিয়ে চললাম তেতুলিয়ার দিকে। রাস্তায় যানবাহন খুব কম, লোকজনও বিশেষ চোখে পড়ে না। শান্ত, নিরিবিলি শহর। প্রকৃতির খুব কাছে যেন জোরে কথা বললে প্রকৃতির ঘুম ভাঙানো হবে। সাড়ে এগারোটার দিকে পৌঁছে গেলাম পূর্ব নির্ধারিত হোটেলে। হোটেল তেতুলিয়া স্কয়ার। ঢাকা থেকেই বুকিং দেয়া ছিলো, তাই সহজেই রুমে এসে চেঞ্জ করে নাস্তা সেরে নিলাম আবার বের হবার জন্য।

যে অটোতে পঞ্চগড় থেকে এসেছি সেই আমাদের তেতুলিয়া ঘুরিয়ে দেখাবে, রয়ে গেল সন্ধ্যা পর্যন্ত। রাজু (আমাদের অটো চালকের নাম) প্রথমেই নিয়ে গল কাজী এন্ড কাজী টি এস্টেট রওশনপুর। এখানে প্রকৃতি আধুনিকতার মিশেলে এক নান্দনিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। বিশাল এলাকা জুড়ে চা বাগান। রিসোর্টে আছে কৃত্রিম জলাশয়। গেট দিয়ে ঢুকলেই হাতের ডানে লতাপাতার ছাওয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা পথ। এই পথ ধরে সবুজ চাদরের ছাউনি দয়া পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। পথের শেষেই দেখা মেলে দৃষ্টি নন্দন কটেজ, একটা লেক। লেকের পাশে কয়েকটি কটেজ আর লেকের মাঝখানে রয়েছে বিশ্রামের জন্য একটা বিশ্রামাগার। এখানে

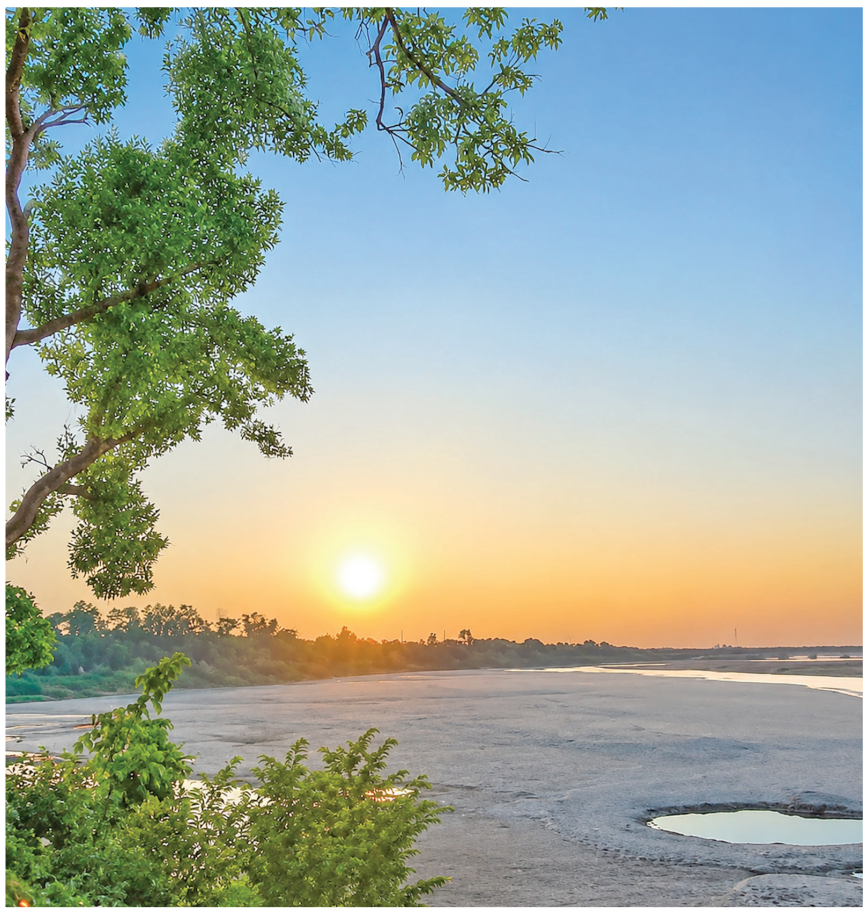

যাওয়ার জন্য রয়েছে ব্রিজ। গাছ গাছালির মাঝে এমন কাঠের কটেজ, সবুজের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা রাস্তা, বাংলো সব কিছুতেই আভিজাত্য আর নান্দনিকতার ছোঁয়া। আর সমতলের চা বাগান যেন বয়ে চলা সবুজের গালিচা।

এরপর গেলাম বাংলা বান্দা জিরো পয়েন্ট। ওপারে ভারত এপারে বাংলাদেশ। কংক্রিটের তৈরি বিশাল জিরো। মহানন্দার তীর ঘেষে তেতুলিয়া জিরো পয়েন্ট। চারিদিকে সবুজ। সীমান্ত এলাকা হওয়ায় জিরো লেখার কাছে যেতে দিলো না। শুধুমাত্র মঙ্গলবার দুই দেশের মধ্যে কুচকাওয়াজ হয়। তখন অনুমতি পাওয়া যায়। ভারতীয় বিএসএফ এবং বাংলাদেশের বিজিবির মধ্যে কদমর্দন হয়। সীমান্ত দরজা খুলে যায়। আকর্ষণীয় কুচকাওয়াজ দেখা হলো না আমাদের। হলো না জিরোর কাছে যাওয়া। দূর থেকে দেখে ফিরতে হলো।

জিরো পয়েন্ট থেকে নেপাল, ভূটান আর ভারতের শিলিগুড়ি খুব কাছে। নেপালের কাক্কভিটা মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে। আর শিলিগুড়ি ৭ কিলোমিটার দূরে। তিন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ আর বাণিজ্য পণ্য আমদানি রপ্তানির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সীমান্ত। এখান থেকে গেলাম মোটা বাঁশ চিকন বাঁশ দেখতে। বেশ বড় বাঁশ ঝাড়। কিছু বাঁশ মোটা আর কিছু চিকন। তবে বাঁশগুলি হলুদ রঙের। আর বাঁশের পোরগুলি ছোট ছোট। এখান থেকে চলে গেলাম মহানন্দার পাড়ে। সূর্য তখন বিদায় নিয়ে চাইছে। মহানন্দা নদীর ওপাড়ে দেখা যাচ্ছে একটা ব্রিজের মতো, যার ওপর দিয়ে বাস চলাচল করছে। স্থানীয়রা বললেন ওটা শিলিগুড়ি। এদিকে মহানন্দার জলে বিদায়ী সূর্য সোনালী আর রক্তিম আভা ছড়িয়ে অপূর্ব দৃশ্য রচনা করেছে। নদীর বুকে, আশেপাশে আসন্ন সন্ধ্যার নরম আলো এক মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

সন্ধ্যা গাঢ় হওয়ার আগেই কিছু চাপাতা কিনে নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। খুব ভোরে উঠে যেতে হবে ডাকবাংলো চত্বরে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য। হোটেল চত্বরের পাশেই একটা বট গাছ। তার আশেপাশে খাবারের দোকান। গরম জিলাপি, বেগুনি, পিঁয়াজিসহ নানা ধরনের খাবার বিক্রি হচ্ছে। আর আছে বিশাল সশপ্যানে জ্বালানো দুধের চা। অপূর্ব স্বাদের বেগুনি আর চা খেলাম, এবং এই প্রথম দেখলাম আলাদা করে দুধের সর স্থানীয় মানুষ কিনে খাচ্ছেন।

খুব ভোরে উঠে একটা রিকশা ভ্যানে চড়ে চললাম মহানন্দার তীরে, ডাকবাংলোতে। বেশ শীত শীত লাগছে, সূর্য উঠতে তখনও অনেক দেরি। আঁধার তখনো কাটেনি। তাছাড়া পৌঁছাতে হবে সূর্য উঠার আগেই। ডাকবাংলো চত্বরে গিয়ে দেখি মহানন্দার পাড়ে অনেক মানুষ দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ বড় ক্যামেরা স্ট্যান্ডের উপর রেখে অপেক্ষায়, কেউ ড্রোন উড়িয়েছে। নদীর পাড় থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে নদীর জলে। ঘাটে বাঁধানো বেঞ্চ। আমরাও সবার সঙ্গে তাকিয়ে রইলাম অধীর আগ্রহে- কখন তিনি দেখা দেবেন। কেউ কেউ আলোচনা করছে গতকাল কখন দেখেছিল।

অবশেষে হঠাৎ করেই দেখি কুয়াশাভেদ করে একটা আবছা অবয়ব আকাশের বুকে জেগে উঠছে। যেন ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হচ্ছে রাজ সিংহাসন। সবাই উল্লাসে বলে চলেছে ঐ যে, ঐ যে। দৃশ্যমান হলো কাঞ্চনজঙ্ঘা। মনে হলো মেঘের রাজ্যে এক সাদা আর লালের মিশেলে বিস্তীর্ণ একাকা জুড়ে বিশাল রাজ্য। খুব বেশী সময় নয়, একরাশ কুয়াশা এসে দৃষ্টি সীমানার আড়ালে নিয়ে গেল সেই রাজকীয় দৃশ্য। সবাই তখনও তাকিয়ে আছে- যদি আবার একটু সরে যায় কুয়াশা, যদি আবার দেখা যায় সেই দুর্লভ দৃশ্য। সকাল তখন সাতটা বেজে গেছে, তিনি আর আমাদের দৃষ্টি গোচর হবেন না। গত দুইদিন সবাইকে ফাঁকি দিয়েছেন, আজ তবু আমাদের দেখা দিয়েছেন। আর অপেক্ষা না করে ফেরার পথ ধরলাম।

যে ডাকবাংলো প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন করলাম, তার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে মহানন্দা নদী। আর নদীর পার ঘেষে ভারত। এপাড়ে দাঁড়িয়ে ওপাড়ে ভারতের আলোজ্বলা ভোর দেখা কেমন যেন আচ্ছন্ন করে রাখে। আর ভিক্টোরিয়ান ধাঁচে তৈরি ডাকবাংলো অপরূপ সুন্দর। জানা যায় এটি নির্মাণ করেছিলেন কুচবিহারের রাজা। ভূমি থেকে প্রায় ১৫-২০ মিটার উঁচু গড়ের এই ডাকবাংলো।

হোটেল ক্লোজ করে একটা অটো রিজার্ভ করে যাত্রা শুরু করলাম পঞ্চগড়ের দিকে। দু'ধারের পরিচিত দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। পঞ্চগড় শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে মহারাজার দিঘি। উদ্দেশ্য সেখানে যাওয়া। মহারাজা পৃথু স্থানীয় জনসাধারণের জলকষ্ট দূর করার জন্য বিশাল এক দিঘি বানিয়েছিলেন ১৫০০ বছর আগে, ভিতরগড়ে। দিঘিটির আয়তন প্রায় ২৪০০. ১২০০ ফুট এবং পানির গভীরতা প্রায় ৪৫ ফুট। ৫৪ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত, পাড়ের উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট। ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রায় ২৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছিল ভিতরগড় দুর্গ নগরী। নগরীর বাইরের আবেষ্টনীর উত্তরাংশ, উত্তর পশ্চিমাংশ এবং উত্তর পূর্বাংশ বর্তমানে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত। কামরূপ এলাকায় রাজা জলেশ্বরকে বলা হয়েছে পৃথু রাজা। ভিতরগড়ে পৃথু রাজা নির্মাণ করেছিলেন রাজপ্রাসাদ, মন্দির আর খনন করেছিলেন একটি বিশাল দিঘি। পৃথু রাজার এই দিঘি মহারাজার দিঘি নামে পরিচিত। মহারাজার দিঘির প্রায় ১৩৫ মিটার দূরে পৃথু রাজার বাড়ি ছিল। পরবর্তী সময়ে কিচক নামের অসাধু ও নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী দ্বারা আক্রান্ত হলে পৃথু রাজা ধর্মনাশের ভয়ে পরিবার পরিজন ও ধনরত্ন নিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

দিঘিতে ভিতরগড় দুর্গনগরীর বাইরের আবেস্টনীর অংশ বর্তমান ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত। গাছ পালায় ঘেরা মহারাজার দিঘিতে দশটি ঘাট। আমরা যখন মহারাজার দিঘির কাছে পৌঁছালাম তখন দুপুর, কিন্তু রৌদ্রের ঝাঁজ নেই। স্নিগ্ধ পরিবেশ। দিঘির চারিদিকে গাছ, পাখির কাকলী। একপাশে ছোট একটা সরকারি বাংলো ছিল, কিন্তু ব্যবহার এবং যত্নের অভাবে জরাজীর্ণ। সরকারের প্রত্নতত্ব বিভাগের তৈরি সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম দিঘির পারে।

জনশ্রুতি আছে আগে এলাকার বাসিন্দাদের বিয়েশাদির প্রয়োজনে হাড়ি পাতিল, থালাবাসন আগেরদিন এসে চাইলে পরের দিন দিঘির ঘাটে তা পাওয়া যেতো। ব্যবহারের পর পরিস্কার করে দিঘির জলে ফেরত দিতে হতো। অনেকে নিজের মনোবাসনা পূরণের জন্য এখানে এসে মানত করতেন। এখন সেসবের কিছু নেই।তবে প্রতিবছর দিঘি ঘিরে মেলা বসে। স্বচ্ছ জলের দিঘি মনে প্রশান্তি এনে দেয়।

পঞ্চগড়ের অটোয়ারী উপজেলায় ৪০০শ বছরের পূরানো মির্জাপুর শাহী মসজিদ আর ইমাম বাড়া দেখতে পঞ্চগড়ের আরেক দিকে যাত্রা করলাম। যেহেতু সন্ধ্যা হতে এখনো কিছুটা দেরি আছে, তাই অযথা হোটেলে বসে সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পরলাম। প্রত্নতত্ত্ববিদরা ধারণা করেন, মুঘল শাসক শাহ সুজার শাসনামলে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ মনে করেন দোস্ত মোহাম্মদ নামে জনৈক ব্যক্তি মসজিদটি বানিয়েছিলেন। সে যেই বানিয়ে থাকুন, মির্জাপুর শাহী মসজিদ-এর দৈর্ঘ ৪০ ফুট আর প্রস্থ ২৫ ফুট। মসজিদের একই সারিতে তিনটি গম্বুজ রয়েছে, প্রতিটি গম্বুজের কোণে একটা করে মিনায় রয়েছে। সামনের দেয়ালে বিভিন্ন কারুকাজ আছে যেগুলো একটি অন্যটি থেকে আলাদা। মসজিদে ফরাসী ভাষার একটি শিলালিপি রয়েছে যেটা থেকে ধারণা করা হয় এটি মুঘল আমলে নির্মাণ করা হয়েছিল। কিংবদন্তি অনুসারে, একটা ভূমিকম্পে মসজিদের কিছু অংশ ভেঙ্গে যায় এবং ইরান থেকে সংস্কারের জন্য লোক আনা হয়েছিল। মসজিদের ভিতরে নিয়মিত নামাজ হয়না বলেই মনে হলো। কারণ আঙিনায় নামাজের ব্যবস্থা আছে। দরজায় তালা থাকার কারণে ভিতরে যাওয়া সম্ভব হল না। বাইরের রঙ দেখে এতটা পুরনো মনে হয় না।

এর একটু দূরেই অনেক পুরনো একটা ইমামবাড়া। যার নির্মাণ শৈলী নজর কাড়ে। এর অভ্যন্তড়ের একটি কক্ষ আছে। কক্ষের চারপাশে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা বা বারান্দা, যার উপর রয়েছে খিলান স্তম্ভ। ইমামবাড়াট একগম্বুজ বিশিষ্ট। এটি লাল ইঁটে তৈরি। ইমাম বাড়া প্রাঙ্গণ, গেট, ঘরের দরজা, পিলার- কেমন এক শান্ত গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যা হয়ে এলো, ফিরে এলাম হোটেলে। রাত কাটিয়ে ফিরে আসবো কর্মমুখর শহরে। কিন্তু পঞ্চগড় আর তেতুলিয়ার নির্জন ভালোলাগা মনের মাঝে রয়ে যাবে। শহরের ধুলো, কোলাহল এখনো এদিকে আসেনি। কি ভীষণ শান্ত আর সবুজ প্রকৃতি, যেন রূপকথার অচিনপুরি।

মির্জাপুর শাহী মসজিদ

ইমাম বাড়া

স্মৃতি

কবি বন্দে আলী মিয়া

জাহাঙ্গীর আলম মুকুল

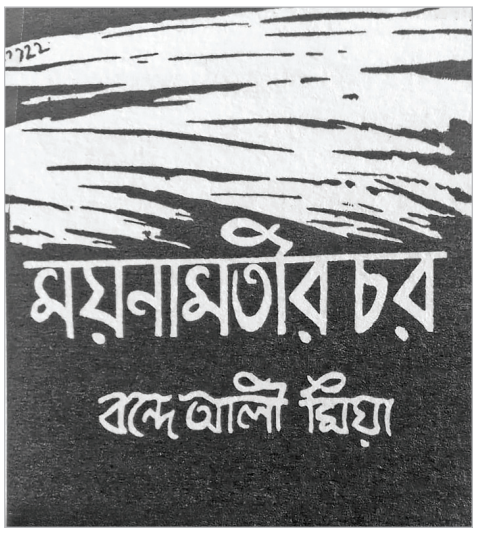

'ময়নামতির চর' প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষ পত্রিকায় এবং তা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি লেখেন,
'তোমার ময়নামতির চর কাব্যটিতে পদ্মা চরের দৃশ্য এবং তার জীবন যাত্রার প্রত্যক্ষ ছবির দেখা মেলে। পড়ে, বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। তোমার রচনা সহজ এবং স্পষ্ট, কোথাও ফাঁকি নেই। তোমার সুপরিচিত প্রাদেশিক শব্দগুলো যথাস্থানে ব্যবহার করতে তুমি কুণ্ঠিত হওনি, তাতে কবিতাগুলো আরো সরস হয়ে উঠেছে। পদ্মাতীরের পাড়াগাঁয়ের এমন নিকট স্পর্শ বাংলা ভাষার আর কোন কবিতায় পেয়েছি বলে আমার মনে পড়ছে না। বাংলা সাহিত্যে তুমি আপন, বিশেষ স্থান অধিকার করতে পেরেছ বলে আমি মনে করি। -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

কবি বন্দে আলী মিয়ার জন্ম পাবনার রাধানগরে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি। তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে রাধানগর মজুমদার একাডেমিতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আই.এ. পড়ার জন্য করটিয়া সাদত কলেজে ভর্তি হয়ে কিছুদিন ক্লাস করে পাবনায় চলে আসেন।

বন্দে আলী মিয়া ছবি আঁকতে পারতেন। ছবি এঁকে পাবনার একজিবিশনে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করেন। বন্দে আলী মিয়া কলিকাতার 'ইন্ডিয়ান আর্ট একাডেমী'তে ভর্তি হন। সেই সময় একাডেমিতে একমাত্র মুসলমান ছাত্র তিনিই ছিলেন। কবির নিজের স্মৃতি চারণ, 'কলকাতা যাবার পর বেলিয়াঘাটায় ৩নং তাঁতি বাগান লেনে একটি পরিবারে পেইং গেস্ট হয়ে থাকার সুযোগ পাই। আর্ট একাডেমিতে চিত্রকলা শিখতে লাগলাম এবং ছুটির দিনে কবিতা ও গল্প পকেটে নিয়ে পত্রিকার অফিসে অফিসে ধর্ণা দিতে লাগলাম।'

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে বন্দে আলী মিয়া চিত্রবিদ্যায় উত্তীর্ণ হন। এ বছরই তার প্রথম প্রকাশিত হয় গ্রন্থ 'চোর জামাই'। গ্রন্থের প্রয়োজনীয় ছবি সমূহ এবং তিন রঙ্গের প্রচ্ছদ নিজেই এঁকেছিলেন। এই চিত্রবিদ্যা শিক্ষা শেষে তিনি কলকাতা করপোরেশন স্কুলে চাকুরিতে যোগ দেন, অবসরে ছবি আঁকতেন এবং চিত্রাঙ্কন বিদ্যা যথাযথ কাজে লাগানোর বিষয়ে সচেষ্ট হন। এ সময় বন্দে আলী মিয়া 'যুগল মিলন' নামে ছবি এঁকে সকলের দৃষ্টি কাড়েন। শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকার যুগল মিলন- রঙ্গীন ছবি মানসী এবং মর্মবানীতে ছাপা হয়। ঐ ছবি গল্প লহরী, সচিত্র শিশির, পঞ্চপুষ্প ও পুষ্পপাত্র' তে পূণমুদ্রণ হয়।

বন্দে আলী মিয়া নিজের গ্রন্থের প্রচ্ছদ, ইলাস্ট্রেশন, বিভিন্ন গ্রন্থের প্রচ্ছদ, বাণিজ্যিক চিত্র, ইত্যাদি মিলিয়ে দুইশত চিত্র এঁকেছেন। যা কলকাতায় প্রাথমিক জীবনে তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দেয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের কারণে কবি ঢাকার এসে ছবি এঁকে, বই লিখে এবং বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠন করে জীবিকা নির্বাহ ও জীবন যাপন করতেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বাজশাহী বেতার কেন্দ্রের শিশুদের আসরের জন্যে স্ক্রিপট রাইটর পদ অলঙ্কিত করেন। 'ছেলে ঘুমালো' শীর্ষক অনুষ্ঠানের জন্য একটি করে গল্প ও গান লিখেছেন। এভাবেই অতিবাহিত হয়েছে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত রাজশাহীর মাটিতে।

বন্দে আলী মিয়া সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে পদচারণা করেছেন। প্রচুর বই লিখেছেন। মুসলমান লেখকদের মধ্যে এতো বই কেউ লেখেনি । সাহিত্যের যে সমস্ত দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন, তারমধ্যে রয়েছে কাব্য, গান, ছোট গল্প, উপন্যাস, জীবনী, স্মৃতি কথা, এবং শিশু তোষ রচনা, শিশু পাঠ্য বই, সম্পাদনা, নাটক ইত্যাদি।

শিশু সাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিসীম। বই'এর সংখ্যা ও মান উভয় বিবেচনায় তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিশু ও কিশোরদের জন্যে তাঁর বই-এর সংখ্যা চুরানব্বইটি। 'আগে পড়ি' বইটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বন্দে আলী মিয়া রচিত বহু গান ও একাঙ্কিকা কলকাতার 'টুইন' 'গ্রামোফোন্ন' 'হিন্দুস্থান রোড' 'তাজ রেকর্ড, 'সেনোলা' 'হিজ মাস্টার ভয়েস' 'রিগান' 'কলম্বিয়া'সহ বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানীতে রেকর্ড হয়েছে।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বন্দে আলী মিয়াকে রাজশাহীর সাহিত্য মজলিশ সংবর্ধনা দেয় এবং তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে মজলিশের মুখপত্র 'প্রতিতি'র একটি সংখ্যা 'কবি বন্দে আলী' সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করে। তাঁর মৃত্যুর পরই রেডিও বাংলাদেশ-এর মুখপত্র বেতার বাংলা 'কবি বন্দে আলী মিয়া স্মরণী' সংখ্যা প্রকাশ করে। অতঃপর 'শিশু সাহিত্যে বন্দে আলী মিয়া' নামে পরবর্তিতে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে দুই খন্ডে তাঁর জীবনী এবং রচনাবলী। এ সময় দেশের নানা স্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে সাময়িকী ও পত্রপত্রিকা। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে শিশু সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি পান বাংলা একাডেমী পুরস্কার। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে সম্মানিত করে।

২৫ জানুারি ১৯৯১ তে পাবনা পৌরসভার উদ্যোগে বাইরাস সড়কটি আনুষ্ঠানিকভাবে 'কবি বন্দে আলী মিয়া সড়ক' ঘোষণা করা হয়। রাজশাহী বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার জনাব সৈয়দুর রহমান সড়কের নামফলক উন্মোচন করেন।

কবি বন্দে আলী মিয়ার বাড়ি পাবনায়, শহরের মধ্যেই রাধানগর নামে পাড়ায়। বাড়ির নিকটেই 'বালি হালট সাঁকো' এবং 'ঝপঝপের দহ' কবির অনেক স্মৃতিবহ।

'চক পুরপুর পার হয়ে গেলে বালিহালটের কিছু দূরে ঝপঝপের দহ ঘুমায়ে পড়েছে আধখানি গাঁও জুড়ে। পার দিয়ে তার আউস আমনে মিতার মতন ভাব। তিসি যব ধানে ধানে করতালি মনে হয় দেবে ঝাঁপ। দুবরা ছিড়িয়া চাপ চাপ মাটি ভেঙ্গে ভেঙে রোজ পড়ে, ও-রি ফাটলেতে শালিক পাখীরা কেঁচো খুঁজে খুঁজে ধরে।'

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন বুধবার ১১-১০ মিনিটে রাজশাহীর শাহী হাটস্থ বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে কবি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিলেন ৭৩ বছর। কবি পাবনার রাধানগর গ্রামের মাটিতে চির নিদ্রায় শায়িতআছেন। তিনি তাঁর কর্মের মধ্যেদিয়ে বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে।

বন্দে আলী মিয়া জন্মশতবর্ষ স্মারক, সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শিবলী এবং ড. মো. হাবিবুল্লাহ, প্রকাশকাল ১ মার্চ, ২০০৫ তে মনোয়ার হোসেন জাহেদীর স্মৃতি কবিতাঃ স্মৃতির জানালা খুলে :

'স্মৃতির জানালা খুলে যখন দাঁড়াই এসে তোমার সমাধি পাশে নিঃসঙ্গ চরণে- তখন তোমার আঁকা: কলমিলতার ফুল, সোনাপাতিয়ার বিল, বাগদীর বাড়ী, চাষীদের কুঁড়ে আছো যেনো চোখে ভাসে। তোমার কলমে আঁকা ময়নামতির চরে গাঙ শালিকেরা আর এখন বাঁধে না ঘর। এখন সেখানে কত গড়েছে নিত্য বসতি। তোমার আঁকা গায়ের ছোট ছোট ঘরগুলি যেথা কলকণ্ঠে তোলে হাসি সন্তান সন্ততি। সেই ভাড়ালা গাঁয়ের চিথিলার রথখানি কোথায় হারিয়ে গেছে। শুধু স্মৃতি হয়ে আজো সেই ভাড়ালার এক মসজিদ জেগে আছে, সেখানে মধুর সুরে আজানের ধ্বনি ওঠে; তোমার ঘুমের দেশে সেই সুর ফুল হয়ে ফোটে।'

বন্দে আলী মিয়ার আঁকা
পেন্সিল স্কেচ : ১৩৩১ বঙ্গাব্দ
সংগ্রহ : কবি পরিবারের সৌজন্যে

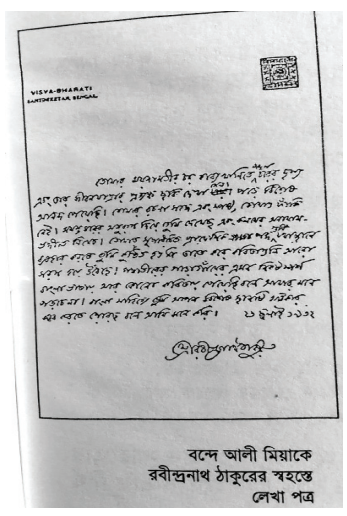

বন্দে আলী মিয়াকে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বহস্তে
লেখা পত্র

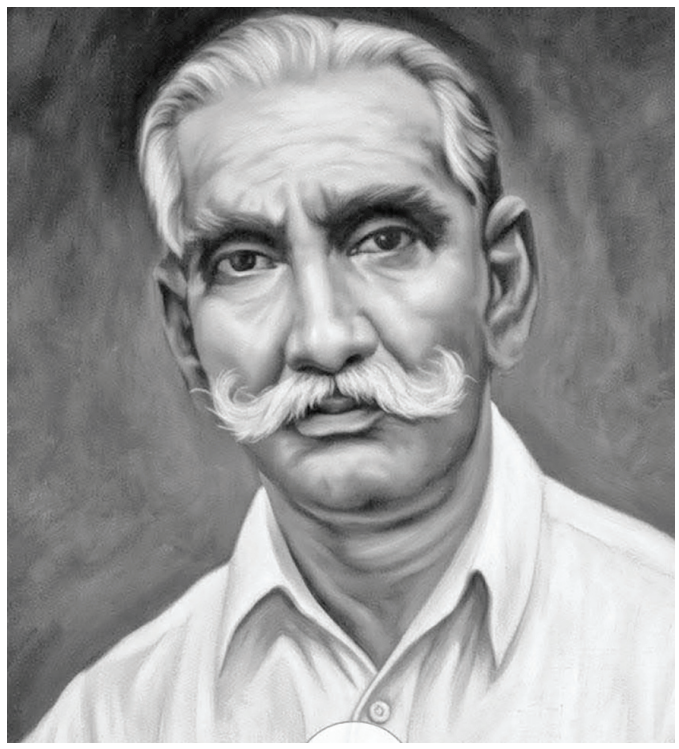

ফুটবল জাদুকর আবদুস সামাদ

[স্মরণীয় বরণীয় ফুটবল জাদুকর সৈয়দ আবদুস সামাদ পাবনায় খেলেছেন। তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য স্মৃতি পাবনা জেলার তৎকালীন জিন্নাহ পার্ক (বর্তমানে শহীদ অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়াম) এর সঙ্গে জড়িত। তিনি এই পার্কেও খেলেছেন। লোকমুখে প্রচলিত আছে যে, পাবনার এই মাঠে একটি খেলা চলাকালীন সামাদ গোলপোস্টের কোণা লক্ষ্য করে জোরালো শট নিলেও বল জালে না ঢুকে বারবার ক্রসবারে লেগে ফিরে আসছিল। এতে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন যে, গোলপোস্টের উচ্চতা সঠিক নেই। পরবর্তীতে ফিতা দিয়ে মেপে দেখা যায়, তাঁর দাবি সত্য ছিল এবং গোলপোস্টটি আন্তর্জাতিক মাপের চেয়ে কিছুটা নিচু ছিল।]

প্রাথমিক জীবন ও ক্যারিয়ার-জন্ম: ১৮৯৫ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের ভুরী গ্রামে (মতান্তরে বিহারের পূর্ণিয়ায়) জন্ম। মাত্র ১৫-১৭ বছর বয়সে কলকাতার বড় ক্লাবে খেলতে আসেন এবং ১৯১২ সালে কলকাতা মেইন টাউন ক্লাবে যোগ দেন।

জাতীয় দল: ১৯২৪ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত হন এবং ১৯২৬ সালে দলের অধিনায়ক হন।

কেন তিনি 'জাদুকর' : মাঠের অসাধারণ ড্রিবলিং এবং নিখুঁত শটের জন্য তাঁকে এই উপাধি দেওয়া হয়।

ক্যারিয়ারের রোমাঞ্চকর ঘটনা : ইন্দোনেশিয়ার জাভাতে একটি ম্যাচ চলাকালীন তাঁর শট বারে লেগে ফিরে আসলে তিনি চ্যালেঞ্জ করেন যে, গোলপোস্টের উচ্চতা কম আছে। মাপার পর দেখা যায় এটি সত্যিই আন্তর্জাতিক মানের চেয়ে ৪ ইঞ্চি কম ছিল।

অবিশ্বাস্য জয়: ১৯২৭ সালে চীনের বিরুদ্ধে এক ম্যাচে বিরতির সময় ভারত ০-৩ গোলে পিছিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে নেমে সামাদ একাই ৪টি গোল করে দলকে ৪-৩ ব্যবধানে জয়ী করেন।

মোহামেডান স্পোর্টিং: ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কলকাতা মোহামেডান ক্লাবে খেলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে দলটি টানা ৫ বার কলকাতা ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়ে। শেষ জীবন ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তিনি স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) চলে আসেন এবং দিনাজপুরের পার্বতীপুরে বসবাস শুরু করেন। তিনি পাকিস্তান রেলওয়ের ইন্সপেক্টর এবং পরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কোচ হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পার্বতীপুরেই এই কিংবদন্তির জীবনাবসান ঘটে এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। বাংলাদেশ সরকার তাঁর স্মরণে ১৯৯৩ সালে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। -সংগৃহীত

পাবনা জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে গত ২০ জুলাই নজরুল বর্ষের ঋতুভিত্তিক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'বর্ষায় নজরুল'। নজরুল সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি দিয়ে সাজানো দেড়ঘণ্টাব্যাপী এ আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. আমিনুল ইসলাম। জেলা কালচারাল অফিসার ও বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মারুফা মঞ্জরী খান সৌমীর সার্বিক তত্বাবধায়নে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে নজরুল সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন পাবনার জ্যেষ্ঠ শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসকের সহধর্মিনী ও লেডিস ক্লাবের সভাপতি সানজিদা নিশাত, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিটন ঢালী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) উম্মে তাবাসসুম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ইয়াসমিন মনিরা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) খাইরুল ইসলামসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, শিক্ষক, শিশু-কিশোরসহ অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

হীরে কুচি বৃষ্টির ঋতু শরৎ

সৈয়দ মুসতাফী বৃত্তা

ঋতু বৈচিত্রের এই বাংলায় শুরু শরৎকাল। ভাদ্র-আশ্বিন এই দুই মাস শরৎকাল। আকাশে নীল মেঘের আগমন। অনেক যুগের ওপার থেকে বর্ষাকালের ভিজে পাতার ভিড়ে পায়ে পায়ে এসে গেল শরৎ। একেবারে আকাশ ছেয়ে। অনেকেরই জানা আছে, বর্ষাকালের মধ্য দিয়ে ছাতিমশরতের উত্তোরণ।

শরৎ এমনই এক ঋতু যা প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চার করে দেয় যাদু। তাতেই পৃথিবী অপরূপ হয়ে ওঠে। হলুদ বোঁটার শিউলি, আদিগন্ত কাশফুল আর রোদ মেশানো হীরে কুচি বৃষ্টি নিয়ে শরৎ তুলনারোহিত। পদ্মার পাঁজরে জাগ চরে কাশ ফুলের ঢল। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শুধুই ফুল। শরতের স্বর্ণ সপ্তাহ হলো শেষ আশ্বিনে। এসময় ছাতিম ফুটে থাকে। একালের পরিবেশে বর্ষার আমেজ যেমন থাকে তেমনি আশ্বিনের শেষ পক্ষে গিয়ে ভোর রাতে হালকা শীতের আমেজ অনুভব করা যায়। শরৎকাল প্রকৃতি দেখার কাল। আকাশ দেখার কাল। নৌকায় বসে পূর্ণিমার চাঁদ আর জোসনা দেখার কাল। শহর ছেড়ে চরাঞ্চল বা নদীর দিকে গেলে শরতের সঞ্চার টের পাওয়া যায় মেঘের খেলায়, ফিকে রোদের আলোয় এবং অন্ধকার আকাশে। মাটিতে স্যাঁতস্যাতে ভাব। এ কালেও কম বেশি রিমঝিম বর্ষার আনন্দ উপভোগ করা যায়। শেষ শ্রাবণের তাল পাকানো গরমে প্রত্যাশিত বৃষ্টি নামলে যেমন মজা লাগে ভাদ্রেও তেমন অনুভব করা যায়। মৃদু-বর্ষণে দিন রাতের ভেদাভেদ মুছে দিয়ে যায় ভাদ্র। রাস্তা-ঘাট, বাজার-হাটে অগণিত ছাতার মিছিলও দেখা যায়। নদী তীরে জেগে ওঠা কাশবনে তুলতুলে ফুল ফুটতে শুরু করে। বাতাস যখন কাশবনে ঢেউ তোলে তখন তা দেখতে চমৎকার লাগে। কিন্তু পদ্মার পরে ধূসর কাশবনে ঢোকা যায় না। সরু খসখসে পাতা। গাছের ঘন সারি। ঘ্রাণহীন কাশফুল অনেকটা 'দিলি- কা লাড্ডুর' মতো। হার্ডিঞ্জ সেতুর পাকশী প্রান্তে ছাতা নিয়ে বসে পদ্মার আকাশে শরতের ছানা কাটা মেঘের ঘুড়ি দেখতে অন্যরকম লাগে। সেতুর ভাঁজে ভাঁজে রোদ মেশানো হীরে কুচি বৃষ্টি দেখা যায় হঠাৎ হঠাৎ। এ দৃশ্য চোখ দুটিকে সার্থক করে তোলে। ইস্পাত নির্মিত সেতুর ওপর বা ভেতর দিয়ে ঝন ঝন শব্দ তুলে ট্রেন গড়িয়ে যায়। এই শব্দ আর বৃষ্টির সমন্বয়ে অন্যরকম ধ্বনি ব্যঞ্জনের সৃষ্টি হয়। নদী তীরে আদিগন্ত কাশফুল আর নীলাকাশ নিয়ে শরৎ তুলনারোহিত। চলন্ত ট্রেনের খোলা জানালার ফ্রেমে যাত্রীদের মুখগুলো অস্পষ্ট হয়ে ওঠে সেতুর খাঁজে খাঁজে। পদ্মা নদী তীরে কোন ছাউনি নেই। কয়েকটি দোকান আছে। ভাদ্রে নদীর তলদেশ প্রায় ভরাট থাকে পানিতে। মাছ ধরা নৌকা গুলো বেলা দুটো বাজতে না বাজতেই ঘাটে এসে থামে। জেলেরা শিকার করা দু একটি পদ্মা কন্যা ইলিশসহ অন্যান্য মাছ নিয়ে বাজারের দিকে যায়। এসময় তাদের হাতে তাজা ইলিশ দেখতে পেয়ে নিজেকে বেশ ভাগ্যবান বলে মনে হয়। এ পথ দিয়েই ইলিশ হানিমুনে যায় উজানে।

শরতের বৈকালী রোদের পাকা পেয়ারা রং ছড়িয়ে পড়ে রেলের শহর পাকশীতেও। সেতু ছুঁয়ে অপূর্ব সূর্যাস্ত। দিনের শেষ ও রাতের সূচনা লগ্নের মুর্হুতটি এখানে অন্যরকম লাগে। ইস্পাত সান্ধ্য মন প্রাণকে অপার্থিব জগত সম্বন্ধে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি জাগায়। হার্ডিঞ্জ সেতু অপরূপ। পদ্মা এখন অনন্যা তাই দেখে কিছু কিছু প্রাণে দোলা লাগে। আবহাওয়া পরিস্কার হলে সেতুর নেপথ্যে নির্মল নীল আকাশ অপূর্ব দূতিমান হয়ে ঝলসে ওঠে। সেই আলোর ঝলকানি প্রতিফলিত হয় সেতুর ফুকরে ফুকরে। রাতে লালন শাহ সেতুর বৈদ্যুতিক আলো যেন পদ্মার গলার মালা হয়ে যায়।

পাতা ঝরার একটা মাধুর্য আছে নিসর্গে যেমন, বৃষ্টিপাতেরও তার চেয়ে বেশি মাধুর্য হার্ডিঞ্জ সেতুতে। আর তা বর্ষাকালের চেয়ে শরতেই সুন্দর। তা দেখে ভাবলেই হাই ওঠে। সারা শরীরে ছুটে যায় ভাল লাগার ভেলা। তাই বলা যায় পাকশী নিসর্গের বহুমাত্রিক সৌন্দর্য না থাকলেও যা আছে তাই নিয়ে অতিথি আলিঙ্গনে সহাস্য। দেশে জোড়া সেতু আরও আছে। কিন্তু পাকশীর মতো আকর্ষণ নেই। ব্রিটিশ সভ্যতার ইতিহাসে হার্ডিঞ্জ সেতু অভূতপূর্ব। এখানকার ভৌগলিক পরিবেশ সামান্য অন্যরকম। চৈত্রে মরুভূমি সাদৃশ হয়। এখানে ছড়িয়ে আছে নানা জাতের ভেষজ উদ্ভিদ। পাকশীর প্রান্তর জুড়ে আছে বিভিন্ন জাতের পাখি। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ছাতারে বা সাত ভাই।

পদ্মা নদী তীরে অবস্থিত পাকশী একটু উচুঁস্থান। ভৌগলিক দিক দিয়ে এর একটা আকর্ষণ আছে। হার্ডিঞ্জ আর লালন শাহ সেতুর ওপরকার আকাশ আর ছানা কাটা মেঘের ঘুড়ি দেখে জিজ্ঞাসু মন তৈরি হয়। পাশাপাশি শরীর ও মনকে কিছুটা চাঙ্গা করে তোলে শরতি হাওয়া। পুষ্টি জোগায় মানসিক। দূর হয়ে যায় ক্লান্তি।

এই শরতেই আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিক। এই শরতেই শারদীয় দুর্গোৎসব। এ কালের প্রসন্ন আকাশ ও নির্মল বাতাস ধৌত শস্যপূর্ণ প্রান্তরময়। এই বাংলায় দেবী দুর্গা সপরিবারে পূজিত হন। আশ্বিনে পাওয়া যায় ধোঁয়াশা ও কুয়াশা। অনেকটা দমকা হাওয়ায় গাছে গাছে দোল খায় আমড়া, শরিফা আর ঘন সবুজ বাতাবি লেবু। হেসে ওঠে বাগান। এই বাগানই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পাদনের উপাদান। এ সময় ফুটে থাকে পাঁচ পাপড়ির সাদা ফুল শিউলি, শশীলতা, কাশ, বক এবং কিছু বুনো ফুল। এছাড়া কেয়া, করবী, পদ্ম, শাপলা, নাগকেশর, ঘাস ফুল, স্পাইডার লিলি, কলাবতী, দোলন চাঁপা প্রভৃতি। অন্যান্য ঋতুতেও এসকল ফুল ফুটে থাকে। শেষ আশ্বিনেই ফুটে যায় কুল বরই ও ছাতিম ফুল। পাকশীতে অনেক ছাতিম গাছ আছে। শেষ বিকেল থেকে ঘ্রাণ ছড়াতে থাকে রাত অবধি। এ ঘ্রাণ তীব্র। অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যায়। আশ্বিনের শেষ সপ্তাহে ছাতার মতো ফুল ফুটতে শুরু করে। গাছে থাকে এক সপ্তাহ কালেরও বেশি। ঘিয়ে রঙের এই ফুলের পাপড়ি বরই ফুলের মতো। ৩০/৩৫ ফুট লম্বা সপ্তাপর্ণ বৃক্ষের নাম ছাতিম। চিন্তা ও মননের একমাত্র সঙ্গী যাদের বই তারা এসময় এখানে এলে পুলকিত হবেন। আর মশগুল থাকা যায় ইতিহাস চিন্তায়। রেলওয়ের অফিসে ঘোরাঘুরি করে সংগ্রহ করা যায় অতীত ইতিবৃত্ত। মধ্য যুগের বাংলা গীতি কবিতাতেও শরৎ ছড়িয়ে আছে। কবি চন্ডীদাস শরতের পূর্ণিমা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। 'শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি/ উজোর সকল বন। মলি-কা মালতী বিশতি তিথি/মাতল ভ্রমরাগণ'। কবি বিদ্যাপতি লিখেছেন, 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর/ এ ভরা ভাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর'। থেমে ছিলেন না জ্ঞানদাস। তিনি লেখেন, 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা/ কেমনে আইল বাটে/ আঙ্গিনার মাঝে বঁধূয়া ভিজিছে/ দেখিয়া পরাণ ফাটে।'

শরতের নদী নিথর হয়ে থাকে। টান ধরে পানিতে। বিল, হাওর-বাওড়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য ধরা পড়ে এই ভাদ্রে। অবশ্য এসব দেখার আলাদা চোখ থাকা চাই। শাপলা ফোটা বিলে ভেসে থাকা পানকৌড়ি, আর সারসেরা খোঁজে খাবার। খেত-খামারে ধান গাছের ডগা দোল খায় বাতাসে। তিনি আমাদের সুসংবাদ দেবার জন্যে বাতাস পাঠিয়ে দেন, তার অনুগ্রহ আস্বাদন করাবার জন্যে। যখন এই বাতাস ঘন মেঘ বহন করে তখন তিনি তা নির্জীব ভূখন্ডের দিকে চালনা করেন। পরে তা থেকে বর্ষিত হয় বৃষ্টি। তাতে সবুজ হয়ে ওঠে ফসলি খেত। দু চোখ মেলে দেখে চাষী। তাই দেখে তারা স্বপ্ন বুনতে থাকে। পূবের হাওয়ায় পট্রি দেয়া পাল তোলা নৌকা চলে এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে। প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় একটি জাতি তার জীবন নাটকের অংকগুলো কী ভাবে অতিবাহিত করে তা উপলব্ধি করতে হলে গ্রামের দিকে মুখ ঘোরানো দরকার। যারা ফুল ফুটতে দেখে, ঝরতে দেখে, সোনালী রোদে প্রজাপতির বিচরণ দেখে দুচোখ মেলে, তাদের অনেকে একালে কেমন থাকে? যারা বন্যা আক্রান্ত হয় তাদের পরিবার এসময় আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ঘরে ফেরে। পশু সম্পদ হারিয়ে দুর্ভাবনায় পতিত হয়। তাদের আত্ম পরিচয় সামাজিক উপাদানগুলোর মধ্যে মিশে থাকে। কোনও কোনও নদী পাড় খাবলায়। তাই ভাঙনের টানাপড়নে নদী তীরের মানুষ জমি ছাড়া বাস্তহারা হয়ে ক্রমশ দূরে সরে যেতে বাধ্য হয় জন্ম মাটির কাছ থেকে। তাদের পায়ের তলা থেকে এই মাটি সরে যাওয়ার ইতিহাসই আমাদের ভাঙনের ইতিহাস। শরৎকালে আজো আবাদী জমির বুক (পলি মাটির প্রলেপ) গ্রহণ করে বর্ষাকালের আশীর্বাদ। আশ্বিন মাস আগমনের আগেই বাজার থেকে বিদায় নেয় আশ্বিনী আম। কিন্তু ভাদ্রে আগের মতো পাকা তালে সয়লাব হয় না হাট বাজার। কাঁচা থাকতেই গ্রীষ্মকালে তাল শাস বিক্রি হয়ে যায়। তারপরেও বেশি দামে পাকা তাল কিনে বড়া খাওয়ার মানুষ থাকে। মেঘলা দিনে ঘরে বসে তালবড়া খাওয়ার স্মৃতি প্রবীণদের মধ্যে অনেকেরই আজ জ্বলজ্বলে। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে ছোট হয়ে যাওয়ায় বড়া খাওয়ার মজাই হারিয়ে গেছে। বৈশাখে হালখাতা, আষাঢ়ে বর্ষা, আশ্বিনে পুজো, কার্তিকে গাস্মি, আর মাঘে বাঘ কাঁপানো শীত বলার মতো মানুষ কমে আসছে আর আরবি মাসতো অব্যবহৃত। নতুন প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে, হট এপ্রিল, রেনি জুলাই, আর কোল্ড ডিসেম্বরের আবহাওয়ায়। অনেক শিশু বাংলা মাসের নামগুলো জানে না। জানে শুধু জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান .....। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে কারো আক্ষেপ নেই। এ অবস্থায় এ ঋতুতে নৌকা বাইচের ঐতিহ্য ধরে রাখার মানুষও কমে যাচ্ছে। এসময় ঠান্ডা-গরমে ভাদুরে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে সকল বয়সের মানুষ। অবশ্য শিশুরাই বেশি। দাওয়াই হিসেবে ঘরে ঘরে পৌছে যায় আনারস। অন্যান্য ঋতুর মতো শরতও মন মেজাজে প্রভাব ফেলে।

প্রায় সবাই বসন্তকে উপভোগ করেন বা করতে চান। অন্যান্য ঋতুর আমেজ খেয়ালই করেন না। শরতকে উপভোগ করার মতন জায়গার নাম পাকশী। এখানকার পানি ও বাতাসে শরীর ও মন তরতাজা করে দেওয়ার সব উপকরণ না হলেও দুচারটি পাওয়া যায়। অরুচি, বদহজম আর গ্যাস ভাব দূর হয়ে যায় পাকশীর পানি পেটে পড়লেই। বৃটিশ বাংলোগুলো দেখার জন্যে খানিক হাঁটলেই চনচনে খিদে। আছে রির্সোট। এখানে যাতায়াতের দারুণ সুবিধা। পানি ও বায়ুপথ ছাড়া সব পথেই চলাচল করা যায়। পাকশী বাজারে নিম্নমানের হোটেলে মাঝে মধ্যে ইলিশ ঝোলে ভাত খাওয়া যায়। খেয়ে দেয়ে পুরনো শীলকড় বৃক্ষের সারি সারি ছায়ায় হাঁটা। রাস্তার দুধারে মোটা মোটা বৃক্ষ। পাখিদের ডাকাডাকি। হাঁটতে হাঁটতে কিছু সময় পর আবার খিদেটা জোরদার হয়ে ওঠে।

পাকশী জেগে ওঠে খুব ভোরে। দারুশ্বরীয়াত খানকা শরীফ থেকে মাইকে ছড়িয়ে পড়ে ফযরের আজান। দুপুরের পর নিস্তব্ধ হয়ে যায় পাকশী বাজার। কোজাগরী (শারদীয় পূর্ণিমা) রাতে পদ্মার বুকে জাগা জোড়া সেতুকে জ্যোস্নার আলোয় অন্যরকম লাগে। চাঁদ রজনিতে পাকশী কাঁদে না হাসে তা অনুভব করা যায় না। পদ্মা যেন সেতার। সেতু দুটি তার। বর্ষা ও শরতে অবিরাম বেজে চলে ভারী বর্ষণ লগ্নে। যাকে বলে বৃষ্টির নুপুর বা পদ্মার জলতরঙ্গ। তিনি আকাশে, গ্রহ, নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সুশোভিত করেছেন দর্শকদের জন্য। তাই আকাশ দেখতে ভাল লাগে। দিনে এবং রাতেও। অপর দিকে পাকশীতে অসংখ্য ব্রিটিশ নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গোবিন্দ চন্দ্র লাহিড়ী আর নেই

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা শহরের ঐতিহ্যবাহী লাহিড়ী বাড়ির উত্তরাধিকার এবং শহীদ সেলিম নাজির উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার সর্বজন শ্রদ্ধেয় অ্যাডভোকেট গোবিন্দ চন্দ্র লাহিড়ী (৮৪) গত ১৮ জুলাই প্রয়াত হয়েছেন। এদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর মেয়ের ঢাকার বাসায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বার্ধক্যজনিত কারণ এবং গুরুতর অসুস্থতায় ভুগছিলেন। তাঁর প্রয়াণে পাবনার শিক্ষাঙ্গন ও গুণীজনদের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

গোবিন্দ চন্দ্র লাহিড়ী পাবনার সুজানগর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতীবন্দ জমিদার বাড়ির লাহিড়ী পরিবার বংশের পরলোকগত প্রখ্যাত অ্যাডভোকেট ব্যোমকেশ লাহিড়ীর পুত্র। ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী ১৯ জুলাই পাবনার মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয় পাবনা-এর আয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাদকবিরোধী আলোচনা সভার ধারাবাহিক অংশ হিসেবে গত ৩০ জুলাই দুপুরে পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের হল রুমে মাদক বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. আমিনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পাবনার উপ-পরিচালক মোহাম্মদ শহিদুল মান্নাফ কবীর এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) খায়রুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত কুমার নাগ।

অনুষ্ঠানে মাদকবিরোধী শপথ বাক্য পাঠ করানপ্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষক মাহমুদুল হক আলাউদ্দীন। সবশেষে প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২৫ সালের জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত ২৭ জন শিক্ষার্থীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, সভাপতি ও অন্যান্য অতিথিরা।

নিজের জমিতে আবাদ করা মরুর দেশের খেজুরের পাশে উদ্যোক্তা সাইফুল ইসলাম হিরো

উদ্যোক্তা সাইফুল ইসলাম

গয়েশপুরে মরুর দেশের খেজুর বাগান

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

গয়েশপুরে মরুর দেশের খেজুর বাগান তৈরি করেছেন আটঘরিয়া (পাবনা) উপজেলার সাইফুল ইসলাম হিরো। তার বাগানে এখন রয়েছে সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের জনপ্রিয় ১২ জাতের খেজুর গাছ। এর মধ্যে আজওয়া, মরিয়মম, মেজুল, ছুক্কারি, ওয়ারহিছ ও বড়ই জাত উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন জাতের গাছের বৃদ্ধি ও ফলনের ধরনও ভিন্ন। কিছু গাছে এরইমধ্যে ভালো ফলন এসেছে।

প্রচলিত কৃষির বাইরে নতুন কিছু করার ইচ্ছা থেকেই ২০২২ সালে বিদেশি খেজুর চাষ করা শুরু করেন হিরো। গয়েশপুর এলাকার রাজিবের কাছ থেকে প্রথমে কয়েকটি উন্নত জাতের চারা সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। তারপর ৩৩ শতাংশ জমিতে মাত্র ৪টি খেজুর গাছ লাগিয়েছিলেন। হিরো জানান, নিয়মিত পরিচর্যা, বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সমন্বয় করে এগিয়ে যেতে থাকেন তিনি। চারটি গাছ দিয়ে শুরু করা সেই উদ্যোগ এখন ৬০টি গাছের একটি বাগানে পরিণত হয়েছে।

স্থানীয়দের ভাষ্য, কয়েক বছর আগেও এলাকায় বিদেশি খেজুর চাষের কথা শোনা যেত না। এখন সাইফুল ইসলাম হিরোর আবাদ দেখে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে মানুষ এই বাগান দেখতে আসছেন। অনেকে চারা সংগ্রহের আগ্রহও প্রকাশ করছেন।

২০ আগস্ট নতুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর : আহমেদের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন। তিনি দায়িত্ব পালন করেন তিন বছর তিন মাস। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন অনুযায়ী তফসিলের নির্ধারিত দিনে নির্বাচনী কর্তা মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষার পর মাত্র একজনের মনোনয়নপত্র বৈধ থাকলে তাঁকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন নির্বাচনী কর্তা। সে হিসেবে যদি একক প্রার্থী থাকে, তাহলে ১৬ আগস্টই নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারে।

অর্থাৎ প্রার্থীর সংখ্যা একজনের বেশি না হলে তাঁকেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে। আর একাধিক প্রার্থী হলে সংসদের অধিবেশনকক্ষে বিধিমালা অনুযায়ী ভোট হবে।

কাগজের 'ন্যায়' জীবনের

শেষের পৃষ্ঠার পর : আকর্ষণ করে দ্রুত আদালতের রায় বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন। গ্রামবাসীর ভাষ্য, 'আদালতের রায় থাকার পরও যদি তা বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচারের সুফল কীভাবে পাবেন?' তারা দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ এবং আদালতের রায় কার্যকরের দাবি জানান। এ বিষয়ে উপজেলা ইউএনও মুসা নাসের চৌধুরী বলেন, 'এটা এসি ল্যান্ডের দায়িত্ব।' আর এসি ল্যান্ড বলেন, 'আমি কিছু জানি না।' জানা গেছে, গ্রামবাসী আদালতের রায়ে কপি নিজ দায়িত্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে দিয়েছিলেন। একই কপি এসি ল্যান্ড বরাবারও তারা জমা দেন। জমাদানকারীদের কাছে রিসিভ কপিও রয়েছে।

এ অবস্থায় কেন উপজেলা প্রশাসন আদালতের রায় বাস্তবায়ন করছে না- তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের প্রত্যাশা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করলে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ লাঘব হবে।

প্রাথমিকে বৃত্তি পেয়েছে নাজনীন জাহান প্রীতি

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫-এ পাবনা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি অর্জন করেছে নাজনীন জাহান প্রীতি। সে সম্প্রীতি বাংলাদেশ পর্ষদের সদস্য নাজিম উদ্দিন সরদার খোকা'র ছোট মেয়ে। ভবিষ্যতে আরও কৃতিত্বের জন্য প্রীতি ও তার পরিবার সবার দোয়া-আর্শিবাদ কামনা করেছে। পরিবারের মেয়ে হিসেবে সম্প্রীতি বাংলাদেশও প্রীতির প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছে।

'অটোমেক টু পয়েন্ট

শেষের পৃষ্ঠার পর : সম্পৃক্ততার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, 'অটোমেক টু পয়েন্ট জিরো' সময়োপযোগী ও ব্যতিক্রমধর্মী একটি আয়োজন, যা শিক্ষার্থীদের গবেষণা, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ ধরনের উদ্যোগ নতুন প্রজন্মকে বাস্তবমুখী প্রযুক্তি চর্চায় উৎসাহিত করবে। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বৈদ্যুতিক যানবাহন, স্মার্ট উৎপাদন ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে 'অটোমেক টু পয়েন্ট জিরো' শুধু একটি প্রযুক্তি উৎসব নয়, বরং এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে নতুন ধারণার বিকাশ ঘটে, তরুণেরা গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং অর্জিত জ্ঞান বাস্তবসম্মত সমাধানে রূপ নেয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আইইউটির উপাচার্য, শিক্ষক, মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, আইইউটি অটোমোবাইল সোসাইটি, আয়োজক কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক, পৃষ্ঠপোষক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

১০ বছর বয়সেই টিভি

শেষের পৃষ্ঠার পর : করছে আয়েশা। ছোট বয়সেই ক্যামেরার সামনে তার আত্মবিশ্বাস, স্পষ্ট উচ্চারণ এবং সুন্দর উপস্থাপনা দর্শকদের নজর কাড়ছে। ছোট্ট এই মেয়ের প্রতিভা এখন অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণার গল্প।

শুধু সংবাদ উপস্থাপনাই নয়, পড়াশোনার পাশাপাশি আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, ভ্রমণ এবং গল্পের বই পড়তেও ভালোবাসে আয়েশা। নিজের সময়কে সৃজনশীল কাজে ব্যয় করেই সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে নতুন স্বপ্নের পথে।

বর্তমান সময়ে যখন অনেক শিশু প্রযুক্তির অপব্যবহারে আসক্ত হয়ে পড়ছে, তখন আয়েশার গল্প অন্যরকম এক বার্তা দেয়। মোবাইলকে শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, শেখা ও নিজের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়- সেটিই দেখিয়ে দিয়েছে এই ক্ষুদে সংবাদ উপস্থাপিকা।

আলাপকালে আয়েশা জানায়, 'স্বপ্ন দেখার কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই। ইচ্ছাশক্তি, পরিবারের সহযোগিতা এবং নিয়মিত চর্চা থাকলে ছোট বয়সেও বড় মঞ্চে নিজের জায়গা তৈরি করা সম্ভব।' ভবিষ্যতে আরও ভালো সংবাদ উপস্থাপক হয়ে দেশের মানুষের ভালোবাসা অর্জন করার ইচ্ছা তার।

আয়েশার বাবা সৈয়দ আসিফ রানা ও মা সৈয়দা মকবুলা মঞ্জুর তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'মেয়ের সাফল্য শুধু তার নিজের অর্জন নয়, এটি বাবা-মায়ের ত্যাগ, ভালোবাসা আর নিরলস পরিশ্রমের সবচেয়ে সুন্দর প্রতিদান। সন্তানের প্রতিটি সাফল্যে বাবা-মায়ের চোখে যে আনন্দের অশ্রু ঝরে, সেটিই জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান পুরস্কার। একটি মেয়ের স্বপ্ন পূরণ মানে তার বাবা-মায়ের দীর্ঘদিনের আশা ও বিশ্বাসের জয়। যে সাফল্য বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটায়, সেই সাফল্যই সত্যিকারের সবচেয়ে বড় অর্জন।'

সত্যিই, প্রকৃত প্রতিভা কোনো বাধা-বিপত্তি বা প্রতিকূল পরিবেশে চাপা পড়ে থাকে না। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সঠিক সুযোগ ও সময়ের মধ্যে প্রতিভা তার নিজস্ব আলোয় ঠিকই বিকশিত হয়। সৈয়দা আয়েশা আসিফ তারই জ্বলন্ত উদহারণ।

পাবনার ছোট্ট এই প্রতিভাবান শিশুর সাফল্য নিঃসন্দেহে অন্য শিশুদেরও নতুন করে স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করবে। পরিবার, সমাজ এবং শিক্ষকদের সহযোগিতা পেলে এমন আরও অনেক আয়েশা দেশের জন্য গর্বের কারণ হয়ে উঠবে। আয়েশার প্রতিভা দেখে হয়তো এভাবে আরও অনেক শিশুর হাতে মুঠোফোনের পর্দার পরিবর্তে উঠে আসবে গল্পের বই, মাইক্রোফোন, কিংবা নিজের স্বপ্নকে গড়ে তোলার নতুন কোনো মাধ্যম। ওই নতুন প্রতিভাবান শিশুদের প্রতিভা থেকে বেরিয়ে আসবে নতুন কোন অধ্যায়।

হীরে কুচি বৃষ্টির ঋতু

৬ -এর পৃষ্ঠার পর : ব্যক্তিদের জন্য। বিলুপ্ত হয়ে গেছে চাঁদমারিসহ কয়েকটি নিদর্শন। সূর্যাস্তের আগে রাখাল বালিকারা চারণ ভূমি থেকে গরু ছাগল গুলো ঘরে নিয়ে যায় এবং সকালে যখন চরাতে নিয়ে যায় তখন তার সৌন্দর্য উপভোগ্য। সবমিলিয়ে এখানে ভ্রমণবোধে থাকা যায় সারাটা দিন। রোমাঞ্চিত হওয়া যায় মুহুর্মুহু।

সৃষ্টিকর্তা আকাশকে সুশোভিত করেছেন প্রদীপ মালা দিয়ে। এই শরতেও থাকে বিজলী ভয়। বজ্রধ্বনি তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনিই সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে। আকাশের বর্ষণমুখর ঘনমেঘে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ। যখন তা পঞ্জীভূত হয় তখন সবাই দেখতে পায় বৃষ্টি ধারা। শেষ শরতে রাতের আকাশে একটি সুন্দর নক্ষত্র মন্ডল দেখা যায়। যা শীত ও বসন্তেও নজরে পড়ে। এই নক্ষত্র মন্ডলকে বলে কাল পুরুষ। আশ্বিন-কার্তিক মাসে পূব আকাশে দেখা গেলেও ধীরে ধীরে তা পশ্চিমাকাশে সরে যায় চৈত্র বৈশাখে। এই নক্ষত্র মন্ডলে দেখা যায় কয়েকটি উজ্জ্বল এবং অনুজ্বল তারা। কল্পনায় একজন যোদ্ধার সঙ্গে তুলনা করা যায়। যার বাঁ হাতে ঢাল বা ধনুক অপর হাতে তীর বা তলোয়ার। কোমরে কোমার বন্ধ ও লম্বিত তরবারির খাপ। বিজ্ঞানীরা বলেন, কাল পুরুষের দুটি উল্লেখ যোগ্য নীহারিকা আছে যা সাদা এবং কালো। কয়েক বছর আগে অ্যান্টার্কটিকার আকাশে বিরল মেঘ দেখা গেছে। ক্ষটিকের মতো রং, তার মধ্যে রংধনুর ছটা। প্রচন্ড ঠান্ডায় একমাত্র মেরুর আকাশে এরকম মেঘ দেখা যায়। এই মেঘের তাপমাত্রা মাইনাস ৮৭ ডিগ্রি। মাটি থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার ওপরে এ মেঘ দেখেছেন বিজ্ঞানীরা। আকাশের শিলাস্তুপ হতে বর্ষিত হয় খন্ড খন্ড শিলা। এ ঋতুতেও মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।

রবীন্দ্রনাথ 'আশ্বিন' কবিতায় লেখেন 'আকাশ আজিকে নির্মলতম নীল/ উজ্জল আজি চাঁপার বরণ আলো/ সবুজে সোনায় ভুলোকে দুলোকে মিল/দূরে চাওয়া মোর নয়নে লেগেছে ভালো। আমাদের সমাজে ভাদ্র মাসে শাশুড়ি তার নতুন বউমার পা দেখেন না। তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই কুসংস্কার স্থান ভেদে কম বেশি আজো প্রচলিত। কোনো সমাজে কম, কোনো সমাজে বেশি। তবে আগের মতো নেই। শরতের সবুজ সৌরভে গৌরবে আর রৌদ্র মেঘের লুকোচুরিতে ঋতু রঙ্গের হাওয়া অনুভব করা যায়। উৎসবে রূপ-লাবণ্যে তার জুড়ি নেই। একালে পাড়ায় পাড়ায় আগে তাল বড়া খাওয়ার ধুম পড়ত। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায় জীবন থেকে হারিয়ে গেছে তালবড়া। মৃদু বৃষ্টিতে ঘরে বসে তাল আর কলা বড়া খাওয়ার মজাই আলাদা। বৃষ্টির মধ্যে ছাতা নিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে পাশের বাড়ি গরম গরম তাল পিঠা পৌছে দেয়ার যে কি সুখ তা এখনকার শিশুরা অনুভব করতে পারে না। এখন একলা চলোরে। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়ায় মানুষ যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। এ ভাঙন শুরু হয়েছিল শরৎ চন্দ্রের যুগে। তিনি তা নিয়ে গল্প লিখেছেন। বেড়ার গিরিবালা দেবী তাঁর রায়বাড়ি উপন্যাসে লেখেন, 'শরতের স্বল্পায়ু বেলা দেখিতে দেখিতে নিবিয়া গেল। যাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাওয়া যায়, সেই তাড়াতাড়ি পলাইয়া যায়।..... হুরাসাগর উচ্ছলিত, উচ্ছসিত। জলের ধারা তটভূমি ছাড়িয়া নিম্নে প্রবাহিত। তটের কোল ঘেঁষিয়া কাশের শ্রেণী রেখাকারে সন্নিবেশিত। কাশের স্তবকে স্তবকে শুভ্র পুষ্প বাতাসে দুলিতেছে। নাচিতেছে। পর পারে হৈমন্তিক পাকা ধান সোনার বরণে সাজিয়া ঝকমক করিতেছে। মেঘমুক্ত নীলকাশ হইতে শরতের সোনা গলানো রৌদ্র অনুরঞ্জিত করিতেছে সোনার ধানের গায়, ভরা নদীর ঘোলা জল। জলচর পাখিদের কলরবে নদীর কুল কলতানে চারিদিক মখুরিত। স্বাধীনতার আগে লেখা এই উপন্যাসের সাথে বেড়া উপজেলার বর্তমান নদীর মিল নেই। তিনি আরও লেখেন, শিউলি ফুলের বোঁটা রোদে শুকিয়ে বড় বড় মোটা বোতল ভরে তুলে রাখা হয় বাসন্তী পঞ্চমীর জন্য।

এ শরতের শেষ দিকে মৌসুমী বায়ু প্রত্যাহৃত হতে শুরু করে। এই বায়ু প্রত্যাহারের ঘটনা স্বাভাবিক ভাবে ঘটবে কিনা তা আবহাওয়াবিদরাই জানিয়ে দেন প্রচার মাধ্যমে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

৮

শুক্রবার
১৪ আগস্ট ২০২৬
৩০ শ্রাবণ ১৪৩৩
৩০ সফর ১৪৪৮

রাস্তা বন্ধ

কাগজের ‘ন্যায়’ জীবনের বঞ্চনা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনার চাটমোহর উপজেলার ছাইকোলা ইউনিয়নের কাটেঙ্গা দক্ষিণপাড়া গ্রামের শতাধিক পরিবারের চলাচলের একমাত্র রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকাবাসী। এ বিষয়ে আদালত ২০২৫ সালের ২৮ মে রাস্তা অবমুক্ত করার নির্দেশ দিলেও, এখনও পর্যন্ত সেই রায় কার্যকর হয়নি।

ভুক্তভোগীদের লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, কাটেঙ্গা দক্ষিণপাড়া গ্রামের মানুষের যাতায়াতের একমাত্র পথটি স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রায় দুইশ বছরের পুরোনো এই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে জনসাধারণ ব্যবহার করে এলেও দুই বছর আগে সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে কৃষিজমিতে যাতায়াত, ফসল পরিবহন, শিক্ষার্থী, রোগী ও সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম ভোগান্তি তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে আদালতের শরণাপন্ন হলে আদালত ২০২৫ সালের ২৮ মে রাস্তা অবমুক্ত করার রায় দেয়। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয়টি সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করা হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

এ অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা পাবনা-৩ আসনের সংসদ সদস্যের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন। একইসঙ্গে উপজেলা প্রশাসন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং গণমাধ্যমের দৃষ্টি

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পাটে আশার আলো দেখাচ্ছেন চলনবিলের চাষীরা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

প্রায় সব স্থানেই যখন পাট চাষে হতাশার খবর মিলছে, তখন চলনবিলের চাষীরা আশার আলো দেখাচ্ছেন। তারা এবার ভাল রকম আবাদ করেছেন এবং বাজারে দামও পাচ্ছেন ভাল।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে এখানে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে। ভালো ফলন ও বাজারে নতুন পাটের উচ্চ দামে চাষিদের মধ্যে আশাবাদ তৈরি হয়েছে। চাটমোহর উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা মিলিয়ে এবার ৮ হাজার ৯০০ হেক্টর জমিতে পাট আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। সেখানে আবাদ হয়েছে ৮ হাজার ৯৬০ হেক্টর জমিতে। বিঘাপ্রতি ফলনও ভালো হয়েছে।

কৃষি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, সনাতন পদ্ধতি বাদ দিয়ে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট চাষ, পাট বীজ উৎপাদন এবং কৃষি অফিসের সার্বক্ষণিক সহায়তায় এ এলাকার পাট চাষিরা সুফল পাচ্ছেন। বর্তমানে পাটের ভালো দাম থাকায় চাষিদের মধ্যে স্বস্তি তৈরি হয়েছে।

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান সাঈদ গণমাধ্যমকে বলেন, চলতি মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী, পাটের যে ফলন পাওয়া যাচ্ছে তাতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ কুন্তলা ঘোষ বলেন, পাটপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় দিন দিন পাটের আবাদ বাড়ছে। পাটকাঠিরও বহুমুখী ব্যবহার শুরু হয়েছে। এতে পাট চাষে কৃষকদের মধ্যে সাড়া পড়েছে।

অনুপ্রেরণায় আয়েশা

একুশে টিভিতে মুক্ত খবর উপস্থাপনায় আয়েশা

১০ বছর বয়সেই টিভি উপস্থাপনায় চমক

শাহীন রহমান

যে বয়সে অনেক শিশুই মোবাইলে টিকটক কিংবা রিলস দেখে সময় কাটায়, ঠিক সেই বয়সে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সংবাদ উপস্থাপনা করে তাক লাগিয়েছে পাবনার ১০ বছর বয়সী শিশু সৈয়দা আয়েশা আসিফ। তার বাবা সৈয়দ আসিফ রানা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কর্মরত এবং মা সৈয়দা মকবুলা মঞ্জুর গৃহিনী। তাদের একমাত্র কন্যা সন্তান আয়েশা। বর্তমানে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। পাবনা পৌর শহরের শিবরামপুর এলাকার আজহার আলী রোডের ছানা ভিলার স্থায়ী বাসিন্দা হলেও চাকুরীর সুবাদে তারা বর্তমানে ঢাকায় বসবাস করছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সাল থেকে একুশে টেলিভিশনের জনপ্রিয় শিশুতোষ সংবাদ অনুষ্ঠান ‘মুক্ত খবর’-এ নিয়মিত নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে কাজ

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

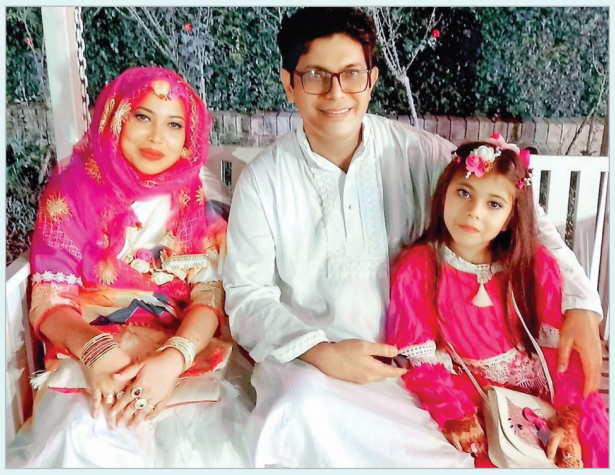

বাবা-মায়ের সঙ্গে সৈয়দা আয়েশা আসিফ

উদ্বোধন পর্বে শিমুল বিশ্বাস

প্রযুক্তি উৎসব

‘অটোমেক টু পয়েন্ট জিরো’র উদ্বোধন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

গাজীপুরের ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে (আইইউটি) গত ৩১ জুলাই আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি উৎসব ‘অটোমেক টু পয়েন্ট জিরো’-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের সড়ক পরিবহণ মালিক-শ্রমিক সমন্বয় কমিটি ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রধান সমন্বয়ক এবং পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।

তিনি প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ গঠনে তরুণদের গবেষণা, উদ্ভাবন ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান। ছাত্রজীবন থেকেই পরিবহন খাতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

সমুদ্রযাত্রী দিবস উদযাপন করলো মেরিন একাডেমি

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

‘বিশ্ব বাণিজ্য বহন করি, ঝুঁকিও বহন করি’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পাবনা জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির উদ্যোগে সমুদ্রযাত্রী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে গত ২৬ জুলাই উদযাপন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ.এন.এম. বজলুর রশিদ। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মো. আমিনুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মো. ছুফি উল্লাহ, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সুধীজন ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের বক্তারা, দেশের অর্থনীতিতে সমুদ্রযাত্রীদের অসামান্য অবদান, বৈশ্বিক বাণিজ্যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং পেশাগত ঝুঁকি মোকাবিলায় তাদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে করেন। একইসঙ্গে বক্তারা সমুদ্রযাত্রীদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে প্রধান অতিথি পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। শেষে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারসহ সুধীজনেরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

মেরিন যন্ত্রপাতির প্রদর্শন

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি **অধ্যাপক শিবজিত নাগ**। সম্পাদনা পর্ষদ : **আবুল হোসেন খোকন, শ্যামল দত্ত, শুচি সৈয়দ**। সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫। **ই-মেইল :** sompriti.pabna@gmail.com.
ওয়েব : https://sites.google.com/view/sompriti ব্লাগ লিঙ্ক : https://sompritibangladesh.blogspot.com/ ইউটিউব লিঙ্ক : https://www.youtube.com/@sompritibd
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।